উৎসর্গ

আমার পিতাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিন, মাতা বেগম নূরজাহান রমিজ এবং সকল রমিজ ভক্তবৃন্দকে –

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাগুরু রমিজ তাঁর উত্তরসুরী খন্দকার আমিরুল ইসলাম (হারমোনিয়ামে বাণী পরিবেশনরত) সহ মাহফিল করছেন

মহাগুরু ও মহাসুফী
হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিন

মহাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিন মনোনীত প্রতিনিধি
খন্দকার আমিরুল ইসলাম

বাম থেকে_
খন্দকার আমিরুল ইসলাম
মহাশক্তি খন্দকার রমিজ উদ্দিন
বেগম নূরজাহান রমিজ

"গ্রন্থকারের কথা"

শৈশব থেকে কর্মজীবন আরম্ভ (১৯৬৮ খৃঃ) পর্যন্ত আমার জীবনের মহামূল্যবান সময়। এ সময়ে আমি আমার পরম আরাধ্যতম সদ্‌গুরু ও চেতন গুরু এবং আমার জন্মদাতা পিতা মহাগুরু মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের সাহচর্য্যে এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকার সুযোগ পেয়ে জীবন আমার ধন্য হয়েছে। পিতা হিসেবে যতটুকু ভালবাসা ও মমতা পেয়েছি তার চেয়েও অধিক পেয়েছি যখন তাঁকে আধ্যাত্মিক মহাগুরু, দয়াল ও দাতা হিসেবে পেয়েছি।

তাঁর মুখে যখন তাঁর রচিত বাণী, আপ্তবাক্য ও ভক্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তরে বিশদ ব্যাখ্যা শুনেছি এবং উপলব্দি করেছি তখন তা অনেক মধুর লাগতো। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার থেকে যখন তিনি অধ্যাত্ম বিষয়ক জিজ্ঞাসার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতেন তখন তার প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও সিদ্ধবাক্য উপস্থিত সকল পরম ভক্তের তপ্ত প্রাণকে তাঁর চেতনার মহাসাগরের সুশীতল জল দ্বারা শীতল করে দিতেন। ফলে ভক্তদের অবচেতন দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা, জ্ঞান ও বিবেক চেতন হয়ে যেতো।

চেতনার এ মহাজ্ঞান চর্চার অনুষ্ঠান অবলোকন, শ্রবণ, মনন, স্মরণ এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ তিনি আমাকে দিতেন। মহাগুরু রমিজ প্রত্যেক সোমবার এবং শুক্রবার তার বারামখানায় (বর্তমান রমিজ ভবনের দোতলায়) মাহ্‌ফিল করতেন। প্রত্যেক শুক্রবারের মাহ্‌ফিলে

আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা, বাণী রচনাসহ বিশ্লেষণ, আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর, রমিজ সঙ্গীত পরিবেশন, শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন করা হতো। সাপ্তাহিক এ মাহ্‌ফিলে উপস্থিত থাকার জন্য পিতাগুরু রমিজ আমাকে সরাসরি আদেশ করলেন। আমি তখন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির নিয়মিত ছাত্র ছিলাম (১৯৬৪-৬৫)। সেখান থেকে আমাকে ডেকে এনে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার আদেশ করলেন। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। উপরোক্ত মাহ্‌ফিল এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার অনুষ্ঠানে রমিজের তিন ছেলে সন্তানের মধ্যে তাঁর আদেশ অনুযায়ী কেবলমাত্র আমিই যথারীতি অংশগ্রহণ করতাম। আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তোলার জন্যই আমাকে উক্ত আদেশগুলো দিয়েছিলেন।

অতঃপর লেখা-পড়ার পাশাপাশি একাধারে জন্মদাতা পিতা ও আধ্যাত্মিক গুরুর আদেশ পালনার্থে আমি অবনত শিরে প্রতি শুক্রবারে গুরু রমিজের বারামখানায় উপস্থিত হয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে উল্লেখিত আত্মিক জ্ঞানচর্চা, আত্মতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা সভায়, রমিজ ভক্তদের সাথে অন্তরঙ্গ মেলা-মেশা ও অতীন্দ্রিয় বিষয় (এলহাম, অহি, দৈববাণী, স্বপ্ন তত্ত্ব ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতাম।

আমাকে উক্ত মহৎ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার সবটাই ছিলো পূর্ব জন্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমার আত্মার প্রতি মহাগুরু রমিজের পরমাত্মার পরম আকর্ষণ ও পরম কৃপা বিশেষ। যা ছিলো মহাগুরু রমিজের জ্ঞাত এবং আমার অজ্ঞাত। আর এ কৃপার ফলশ্রুতিই হচ্ছে আজকের এ "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করা। আরো একটি বিষয় হলো যে, ১৩৭৪ বাংলার ১লা আশ্বিন পিতা গুরু রমিজ আমাকে বল্‌লেন "তোমাদের জন্য আমি আমার বিধান পালন করার সুবিধার্থে তিনটি গ্রন্থ রেখে গেলাম। আরো একটি হাতে লিখা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ যার নাম **'যুগ-যুগান্তরের অলৌকিক কাহিনী'** (সাধারণতঃ যুগের বই হিসেবে ভক্ত মহলে পরিচিত এবং ইহাতে রমিজের নিজ হাতের গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে) তোমার নিকট সংরক্ষিত রাখার জন্য তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এ গ্রন্থটি তোমার পার্থিব কর্মজীবন শেষে তুমি আমার

রূপরেখা অনুযায়ী বিধানের সকল ব্যাখ্যা সমেত যুগোপযোগী করতঃ সুসম্পন্ন করে অনাগত সকল ভক্তের খেদমতে উপস্থাপন করবে" ।

তাই এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হলো মূলতঃ রমিজের ইচ্ছা ও আদেশকেই বাস্তবায়ন করা। গুরু রমিজ শুধু আমাকেই যে বই লিখার আদেশ দিয়েছেন তা-ই নয়, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সকল ভক্তকেই একটি সার্বজনীন আদেশ দিয়েছিলেন যে-

"সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে,
তোমরা প্রমাণ করো স্রষ্টা কোথায় আছে"

এখানে তিনি স্রষ্টার অবস্থান নিয়ে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার উপায় নিয়ে সর্বস্তরের ভক্তকেই গবেষণা করার মূল্যবান আদেশ দিয়েছেন। কাজেই তাঁর প্রণীত তিনটি বই গবেষণা করতঃ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ গবেষণালব্দ ফলাফল ভক্তদের খেদমতে পুস্তক আকারে পেশ করতে পারেন।

মনে রাখা উচিৎ যে, যিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ এবং গুরু রমিজের সাথে অহরহ সঙ্গ করতঃ জ্ঞান চর্চা করেছেন তিনিই পারেন রমিজ বিধান বিশদভাবে লিখতে, তথাপি আমি আমার নগণ্য জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, পিতাগুরু রমিজের কৃপায় এবং আদেশে আমার উক্ত অধ্যাত্ম বিষয়াদি নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ রচনা করার চেষ্টা করেছি। মহাগুরু রমিজের জ্ঞান চর্চা এবং তাঁর বিধানের সকল কার্যক্রম বা কর্মকান্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতঃ তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণায় ও নির্দেশনায় বার বার শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন করে তাঁর বিধান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি কার্যতঃ আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

উক্ত চর্চার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব রমিজের মহাজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মসমালোচনা পূর্বক, আত্মশাসনে ও সর্বস্ব অর্পণ করতঃ নিজ আত্মাকে পরিস্কার করার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার এক সুমহান বিধান পেয়েছি। আমার দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা, জ্ঞান তথা আমিত্বকে গুরু

রমিজের পদতলে এবং তাঁর বিধানে সমর্পণ করতঃ সর্ববিষয় বিসর্জন করার চেষ্টারত আছি।

রমিজ বলেছেন **"ফাক্‌তুহুমা ফিমিররুহী আমিরুল"** অর্থাৎ রমিজ বলেন আমার আত্মার সাথে যার আত্মা লয় হয়েছে সে-ই প্রকৃত ধনী বা নেতা। উপরোক্ত বাক্য দ্বারা রমিজ ইহাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, গুরু রমিজের আত্মার সাথে আমিরুলের আত্মাকে একাকার করে নিয়েছেন। এই কথায় রমিজ তাঁর বিধানের নেতা (প্রতিনিধি) হিসেবে মনোনীত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে আমি অতি নগণ্য বিধায় আমার বেলায় বিষয়টি কতটুকু কার্যকর তা স্রষ্টা-ই জানেন।

গুরু রমিজ তাঁর একটি উপদেশ বাণীতে সকল ভক্তের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

গুরুর নিকটে যার সর্বস্ব অর্পণ,
গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানে না যেজন।
তার মধ্যে ছয় রিপু হবে বিসর্জন,
ইহার নাম সত্য কোরবান রাখিও স্মরণ।
তখনই স্রষ্টার স্থান হৃদয়ে হইবে,
তোমার ইচ্ছাতে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করিবে।
হইবে তোমার মধ্যে ইচ্ছাময়ের স্থান,
নিজ ইচ্ছাতে হবে কাজ দেখিবে প্রমাণ।
তোমার ইচ্ছাতে তাঁর ইচ্ছা হৃদয়ে তাঁর স্থান,
তোমার মুখ তাঁর মুখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
তুমি যাহা বলো তাহা রদ না হইবে,
ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানিতে পারিবে।

উপদেশ নং-২৫ হতে ৩০ (স্বর্গের সুধা)

উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু পরমভক্ত হিসেবে আমার আমিত্ব গুরু রমিজের মাঝে অর্পন করে দিয়েছি, সেহেতু আমার বলতে যা কিছু আছে সকলই রমিজের, আমার বলতে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই বা থাকা উচিৎ নয়। আর যদি তা-ই হয় তবে গুরু রমিজের ভাষ্যমতে আমিরুলের হাত ও পা রমিজের হাত ও পা, আমিরুলের চক্ষু ও কর্ণ

রমিজের চক্ষু ও কর্ণ এবং আমিরুলের মুখ ও জবান রমিজের মুখ ও জবান হয়ে যাওয়াই উচিৎ।

সুতরাং এ গ্রন্থ আমার হাতে রমিজ-ই লিখেছেন বলে আমার বিশ্বাস। অতীন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমেই আমার অর্পিত হৃদয় থেকে রমিজ তাঁর বিধান অনুযায়ী লেখাজোখা করছেন। চর্ম চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা তা দেখা ও শ্রবণ করার বিষয় নয়। যার অন্তরচক্ষু খুলেছে তিনিই একমাত্র দেখতে পারেন এবং উপলব্দি করতে পারেন। এ মহৎ রচনা আমার মত নগণ্য লোক দ্বারা করা সম্ভব নয়, ইহা এক দুঃসাহস, কেবলমাত্র মহা গুরু রমিজের মহা দয়ায়-ই সম্ভব হয়েছে।

আমি মনে করি যে,

"গুরু আমার রাজি থাকলে
কি করবে ঐ পাজির দলে
আমার মন পাখিটি বাঁধা আছে
রমিজ গুরুর চরণতলে"

১. *গুনতে পাঁজি গিয়ে সেদিন, হিসাবে পাই দ্বিগুণের তিন*
এক দুই তিন নাই বেশী দিন, ধরা পরবি জানে মালে।

২. *যে পরে দ্বিগুণার ফেরে, কলংক গায় ঘরে ঘরে*
যে বুঝে সে থাকে দূরে, অবুঝারে ধরবে কালে।

৩. *আমি ছিলাম যার আছি তাঁর, তাঁর কাছে মোর সর্বভার*
আমি যে তাঁর সে হয় আমার, রাখি তাঁরে দীলে দীলে।

৪. *আমি রমিজ গুরুর খেলার পুতুল, পুতুলের কি হয়রে ভুল,*
ভুল বুঝলে তুই হারাবি মূল, পুতুল নাচে রমিজ তালে।

১৩৮৫ বাংলা সালে মহাগুরু রমিজ প্রণীত অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান গ্রন্থটি যখন পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন আমি "রমিজ ও রমিজ দর্শন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করতঃ উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত করি। ইহা পড়ে আমার পরম আরাধ্যতম মাতা ও আমার জ্যেষ্ঠ ভগ্নি

আছিয়া বেগম এবং সকল রমিজ ভক্ত আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করেন এবং স্রষ্টা ও মহাগুরু রমিজের নিকট আমার শুভকামনা করে আবেদন করেন। ইহাতে অনুপ্রাণিত হয়ে শক্তি অর্জন করতঃ রমিজ নীতি সম্বলিত রমিজ বিধান ও রমিজের তিনটি গ্রন্থের বাণী এবং বিধানের বিশদ ব্যাখ্যা লিখার জন্য জীবনের সর্ব প্রথম বই লিখার প্রেরণা লাভ করি।

পিতার আদেশ ও মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এবং পরম ভক্তবৃন্দ হতে অনুপ্রাণিত হয়েই আজ অত্র গ্রন্থটি আমা কর্তৃক প্রণয়ন করা সম্ভব হলো।

মহাগুরু রমিজ প্রণীত **'অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান' 'স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধান'** এবং **'স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত'** এই তিনটি গ্রন্থের বাণী, উপদেশ এবং তাঁর মতাদর্শ ও বিধানের বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত অত্র গ্রন্থখানি সুবিজ্ঞ পাঠক/পাঠিকাবৃন্দের মুক্ত চিন্তা ধারায় নব আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার মত গুণাবলীতে ইহাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। গুরু রমিজের উপরোক্ত বিষয়াবলীর সুবিস্তৃত ও যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ পাবার আশায় সর্বস্তরের রমিজভক্ত বহুদিন যাবৎ অপেক্ষমান ছিলেন। এ গ্রন্থটি পড়লে দেখা যাবে যে, রমিজ ভক্তবৃন্দ যেসব বিষয় জানতে চায়, বুঝতে চায় তা প্রায় সবই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ইহা এমনভাবে লিখা হয়েছে যেন রমিজ ভক্তদের নিভৃতকোণে জমে থাকা অনেক প্রশ্নের জবাবই ইহাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

রমিজ বাণী ও উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা সমেত পুস্তক লিখার মহৎ কর্মে সুযোগ করে দেয়ার সবটাই ছিলো আমার প্রতি গুরু রমিজের কৃপা বিশেষ। আর এ কৃপার ফলশ্রুতিই হচ্ছে আজকের এ **''মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান''** নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করা।

আমি স্রষ্টা ও গুরু কৃপায় বিশ্বাসী। গুরু রমিজের কর্মবাদের মতাদর্শ মতে **'কর্ম অনুযায়ী ফল'** এ বাক্যটি হৃদয়ে স্থান দিয়ে বাস্তবে তা মেনে চলছি। তার পরও আমি স্রষ্টা ও গুরু কৃপায় বিশ্বাসী। বিধান মতে

কর্ম করলে তার ফল স্রষ্টা দিতে বাধ্য বা দিবেনই এমন মনোভাব পোষণ করলে মানব মনে ও চিত্তে অহংবোধ (আমিত্ববোধ) সৃষ্টি হবে। ক্রমে ক্রমে এ মানুষ অহংকারী হয়ে যায়। ফলে, মারেফাত বা আধ্যাত্মিক পথ হতে দূরে সরে যায়। অবশেষে তার কর্মফল হয় **"অহংকার পতনের মূল"**। এভাবে কোন ভক্ত বিধান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা কাম্য নয়।

মহাগুরু রমিজ যে একজন মহাসূফী এবং তিনি মহাশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তিনি এক অনন্ত শক্তির আরাধনা করতেন, তা আমার ও তাঁর ভক্তদের কাছে প্রমাণিত সত্য। তিনি ভক্তদের আত্মার মুক্তির যে বিধান দিয়েছেন তা-ও সত্য। আর এ জন্যেই গ্রন্থটির নাম করণ করেছি **"মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান"**। এ পুস্তকে বর্ণিত গুরু রমিজের তিনটি গ্রন্থের বাণী ও উপদেশগুলোর ব্যাখ্যা হতে উপরোক্ত সত্য বিষয় দু'টি প্রতীয়মান করা যাবে।

এ পুস্তকটি লিখার কারণ হচ্ছে-

১) এমন মরমী সাধক, দরবেশ, মহর্ষী, অলি-আউলিয়া এদেশে ছিল, যাদের মৃত্যুর পর তাদের কোন লিখা ও বিধানের অস্তিত্ব বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরু রমিজের বেলায় তা হতে দেয়া যায় না। কেননা এ চেতনার যুগে তাঁর ঔরসজাত উত্তরসূরী শিক্ষিত (শিক্ষক) হিসেবে তা হতে দিতে পারি না। রমিজ বিধান লিখিত আকারে থাকায় তার অস্তিত্ব কোন দিনও বিলুপ্তি হবে না এবং অতল গহ্বরে নিপতিত হতে পারবে না।

২) যতই দিন যাচ্ছে গুরু রমিজের অনুসারী ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেবল মৌখিক আদেশ-নির্দেশ দ্বারা বিধানভুক্ত ভক্তদেরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সমীচিন নয়। আর সেজন্যেই লিখিত বিধান থাকা আবশ্যক।

৩) মহাগুরু রমিজের মূল্যবান বাণী এবং উপদেশ বাক্যগুলো অবিকৃত থাকবে।

৪) কোন বাণী (গান) ও উপদেশ বাণীকে কেহ অসৎ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যক্তিস্বার্থে অপব্যাখ্যা করতে পারবে না।

৫) কোন বাণী কেহ নকল করতে পারবে না।

৬) গুরু রমিজের বিধানকে কেহ অপব্যবহার করতে পারবে না।

৭) রমিজ বিধানের সকল ধারা ও বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয় থাকবে।

৮) কোন অসৎ লোক বা রমিজ বিধান ভঙ্গকারী বিধানের পরিচালক হতে পারবে না। বিধান ভঙ্গকারীকে বহিস্কার করা হবে।

৯) রমিজ মাজারের আওতায় অনৈতিক কর্মকান্ড হতে পারবে না।

১০) রমিজ বিধান লিখিত না থাকলে বছরের পর বছর ধীরে ধীরে বহুলোকের বহুমতের প্রভাবে ভক্তগণ বহুধাবিভক্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

১১) রমিজ পরিবারের লোকজনও যা ইচ্ছা তা করতে পারবে না। তাঁরাও ক্রম অনুযায়ী তাঁদের পূর্ববর্তী গুরুজনদের বিধান মাফিক চলতে হবে।

১২) গুরু রমিজের মতে পীরের ছেলে হলেই পীর হতে হবে এমন কোন বিধান নেই। যোগ্যতার জন্য শিক্ষা ও দীক্ষা দু'টিই থাকতে হবে। নিজের চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি কাজ ইত্যাদি বৈধ আয়ের অর্থ দিয়ে পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ করার অবশ্যই ব্যবস্থা থাকতে হবে। মহাগুরু রমিজ নিজেও কোন এক সময় থান কাপড় ও শাড়ী কাপড়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মতাদর্শের প্রশিক্ষণসহ আধ্যাত্মিক বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও একজন সদ্‌গুরুর সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। জীবনকে স্বীকার করেই জীবনাতীতের সাধনা করতে হবে।

মহাগুরু রমিজের সূফী মতবাদে ও বিধানে সকল ধর্মের লোক বিধানভুক্ত হয়ে কর্ম করতে পারেন। বিধানভুক্ত কোন ভক্তকে ধর্মান্তরিত হতে হয় না। এ বিধান বিশ্ব মানবতার মানব ধর্মের বিধান। বিশ্বের সকল জাতি ও মানব গোষ্ঠীর কাছে মহাগুরু রমিজের মানব ধর্মের মানবতার

মর্মবাণী মানবাত্মার পরিশুদ্ধিকল্পে পৌঁছে যাবে এবং সকল প্রাণী সুখে থাকবে, বিশ্ব স্রষ্টার কাছে এ আমার কামনা ও প্রার্থনা।

পরিশেষে আমাকে এ কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে এক কথায় তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে, এ সহযোগিতা আমাকে করেননি বরং তারা সহযোগিতা করেছে গুরু রমিজকে এবং গুরু রমিজের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে। তাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে তাদের সকলের প্রতিই প্রকাশ করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে এ গ্রন্থের প্রকাশক জনাব মোশারফ হোসেন পরবাসী তার ঐকান্তিক ইচ্ছা দ্বারা এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বইটি সম্পাদনা কার্যে আমার ভক্ত মরহুম আলাউদ্দিন সাহেবের বাসায় বহু দিন রাত্রি যাপন করেছি। গ্রন্থটির বাস্তবায়নে আলাউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী-হোসনে আরা আলাউদ্দিন সহ তার পরিবার পরিজন সকলে আমাকে তাদের মেধা, পরিশ্রম, সময় ইত্যাদি দ্বারা যেভাবে সাহায্য করেছে তা ভুলার মত নয়। বিশেষ করে পুত্র উজ্জল ও কন্যা নীলা ***www.ramizan.org*** নামে web site-টি develope -এ প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই গ্রন্থটি উক্ত web site-এ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থটি ছাপানোর অনেক পুর্ব থেকেই আমি ইহা ভাষাগত, কারিগরী ও অঙ্গসজ্জার দিক থেকে সংস্করণ এবং গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সংগে সংগতি রেখে যুগোপোযোগী বিষয়চিত্র (Theme) নির্ধারণ করে গ্রন্থটির সাথে সংস্থাপন করতঃ উহাকে একটি অর্থবহ গ্রন্থ হিসাবে পরিণত করার জন্য আমার পরম ভক্ত মরহুম জনাব এ. কে. এম. আলাউদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র গোলাম ছামদানী সজলকে ইহার সার্বিক তত্তাবধায়কের দায়িত্বভার দেয়ার চিন্তা করেছিলাম। স্রষ্টার অশেষ মেহেরবাণীতে প্রায় পনের বছর পূর্বেই তাকে এই গ্রন্থটির বিষয়ে এলহাম বা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দেয়া হয়, যা সে তাৎক্ষনিক ভাবে আমাকে অবহিত করে। স্রষ্টার এ আদেশ পালনার্থেই আমি তাকে উক্ত গুরু দায়িত্ব প্রদান করেছি।

আমার পুত্র খন্দকার শরীফুল ইসলাম (চয়ন) তার মেধা খাটিয়ে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে আমার লিখনির গতি ও ধারাকে উজ্জিবিত করেছে। বিশেষভাবে আমার পরিবারের সকলেই আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ্-উদ্দীপনা দিয়েছে। আমার কতিপয় ভক্ত যেমন- জনাব এম.ডি. ফজলুল হক, মহাদেব বাবু, শাহ্জাহান ফকির, ঝুমা, নাসরিন প্রমূখ ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে আমার পাশে পাশে থেকেছেন। জনাব আল-হারুন মোল্লা এ গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আমার কাজ অনেকটা সহজতর করে দিয়েছেন।

উল্লেখিত সকলের প্রতি আমি আশীর্বাদ করছি তারা সকলেই তাদের এ কর্মের ফল আধ্যাত্মিকভাবেই যথা সময়ে ও যথা নিয়মে পেয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতি-

শুভেচ্ছান্তে

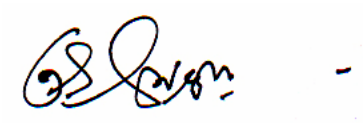

খন্দকার আমিরুল ইসলাম
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৫০৮৬৮০৯
ই-মেইল: amirul@ramizan.org

মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তার একটি অবলম্বন প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে স্বামী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে মানুষ পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠা করে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করে। কিন্তু এভাবে সংসার করা আমার কর্মে ও ভাগ্যে ছিলনা। প্রায় দশ বছর বৈবাহিক জীবন কাটানোর পর আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। একটি সোনার টুকরো ছেলে নিয়ে এবং তার দিকে চেয়ে আমার দ্বিতীয় সংসার গড়ার কোন মন মানসিকতা ছিলনা। আমার পিতা পীরে কামেল হযরত সুফী খন্দকার রমিজ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে চলে আসি। আমার ভাই-বোনেরা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। এখনও তারা আমাকে তাদের অভিভাবকের স্থানেই রেখেছে। পিতা ছিলেন আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর বিধান মতে আমি একজন নিরামিষভোজী (Vegetarian)। সংযম পালন ও সর্ব জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নিমিত্ত্বে-ই এ নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা। ছেলে ও নাতী নাতনী নিয়ে বসবাস করার জন্য পিতার আদেশ মতে ভাইগণ তাদের বাড়ির পাশেই ব্যবস্থা করে দেয়।

মহাগুরু রমিজের আধ্যাত্মিক কর্মকান্ড ও অনুষ্ঠান তাঁর মাজারেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার দুই ভাইকেই গুরু রমিজ তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছিলেন এবং পিতার নিজ ভবনে তাঁর ইচ্ছায় ও আদেশে উভয় ভাইয়ের নিকট রমিজ বিধান অনুযায়ী অনেক ভক্তকে মুরিদ করিয়ে দেন। তাঁরা এখন রমিজের বিধান মতে নিজ নিজ ভক্ত নিয়ে রমিজ মাজারে শৃংখলা ও পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য পৃথকভাবে পবিত্রতার সহিত মাহ্‌ফিল পরিচালনা করে

আসছে। আমার উভয় ভাইয়ের ছেলেরাও শৃংখলা ও পবিত্রতা বজায় রেখে নিজ নিজ পিতার ভক্তবৃন্দকে রমিজ বিধান মতে দেখাশোনা করছেন।

আমাদের কনিষ্ঠ্য ভাই অত্র গ্রন্থের গ্রন্থকার শৈশব থেকেই গুরু রমিজের শিষ্যত্ব বরণ করে সূফী ও মরমী সাধনায় লিপ্ত আছে। তার রচিত এ গ্রন্থখানি রমিজ ভক্তদের জন্য এ মুহুর্তে অতীব প্রয়োজন। কারণ, বিধানের লিখিত ব্যাখ্যা থাকলে ভবিষ্যতে বিধানকে কেহ বিকৃত করতে পারবে না। আত্মার পরিশুদ্ধি ও ভুল সংশোধনের নিমিত্তে গ্রন্থটি রমিজ ভক্তদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি।

আশীর্বাদান্তে
আছিয়া বেগম
পিতাঃ স্বর্গীয় মহাসূফী
খন্দকার রমিজ উদ্দিন

আমি বেনুবালা রায়। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় শ্রী শ্রী সীতানাথ রায়। পিতামহ স্বর্গীয় শ্রী শ্রী জগবন্ধু রায়। তাঁরা বৃটিশ আমলে জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আমার জন্ম ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। আমার ১৩ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শরৎকালে উক্ত রায় বাড়ীতে শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়। আমাদের গ্রামের নাম দেওড়া, ডাক-পাক দেওড়া, জেলা-ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা)।

তৎকালীন সময়ে দেওড়া রায় বাড়ীর পূজা ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সাত্বিক পূজার একটি অন্যতম পূজা হিসাবে গণ্য হতো। উক্ত সময়ে হিন্দু, মুসলমান সবাইর মধ্যে ধুতি পড়ার রেওয়াজ ছিল। ধুতি ও পাঞ্জাবী ছিল কুলীনদের পোষাক। আমার পিতা শ্রী শ্রী স্বর্গীয় সীতানাথ রায় ছিলেন হিন্দু সমাজের সমাজপতি।

উক্ত পূজা চলাকালীন সময়ে মহা অষ্টমীর তিথিতে যথারীতি হিন্দু প্রথা অনুযায়ী পূজা ও পূজা অর্চনা আরম্ভ হলো। হ্যাজাক লাইট, ডে লাইট, বড় বড় মোমবাতি ইত্যাদি দ্বারা পূজামন্ডপ সাজানো হলো। হিন্দু-মুসলমান বহু লোক নৌকাযোগে পূজার ধূমধাম ও সৌন্দর্য্য দেখার জন্য সমবেত হলেন। ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় বেশ সুন্দরভাবে পূজা অর্চনা চলতে লাগলো। হটাৎ করে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত এক সু-পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দেহ থেকে বাতির চেয়েও অধিক আলোকরশ্মি বের হচ্ছে। তা দেখে মানুষ অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে তিনি বল্‌লেন *"আমি এক পরম ব্রাহ্মণ"*। তিনি আরও বল্‌লেন *"তোমাদের ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনা সঠিক হচ্ছে না। আজকে এই বৎসর জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী এই রায় বাড়ীতে কুমারী পূজা অনুষ্ঠান করা অত্যাবশ্যক। তা না হলে ঐতিহাসিক এই রায় বাড়ীর বাসিন্দাদের অবর্ণনীয় অশুভ হবে যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়"*। তিনি এ-ও বল্‌লেন যে *"তোমাদের পূজা পরিচালনার ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজা*

অর্চনা 'দূর্গা মা' কোন সময়ই সন্তুষ্ট হবেন না এবং তাদের হাতে স্পর্শিত হওয়া প্রসাদও গ্রহণ করবেন না। আমি মহাব্রাহ্মণ ও মহাশাস্ত্রবিদ। অদ্য দূর্গা মা বা আধ্যাশক্তি মহামায়া এবং অন্যান্য দেব-দেবীগণ কেবলমাত্র আমার পরিচালনাধীন কুমারী পূজায় সন্তুষ্ট হবেন এবং পূজার প্রসাদ গ্রহণ করতঃ রায় বাড়ীর সবাইকে আশীর্বাদ করবেন। আর যদি শ্রী দূর্গা মা আমার পূজায় সন্তুষ্ট না হন তবে আপনারা আপনাদের বিবেচনায় আমাকে যা করা প্রয়োজন তা-ই করবেন। তবে কথা থাকলো যে, আমি যখন মন্ত্র পাঠ করবো তখন পূজা মন্ডপে একমাত্র রায় বাড়ীর লোকজন ছাড়া অন্য কেহ থাকতে পারবেন না"।

আমার পিতা স্বর্গীয় শ্রী শ্রী সীতানাথ রায় আশ্চার্য্যান্বিত ও রাগান্বিত হয়ে এ দু'য়ের মিশ্রনে নবাগত এবং অপরিচিত তথাকথিত মহাব্রাহ্মণের কথায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতঃ বল্‌লেন যে *"হে নবাগত ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি উক্ত কুমারী পূজা পরিচালনা করে তোমার দেওয়া কথাগুলো হাতেনাতে প্রমাণ করতে না পারো তবে তোমাকে প্রতারক হিসাবে থানায় সোপর্দ করা হবে"*। **নবাগত ব্রাহ্মণও তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।**

অতঃপর নবাগত ব্রাহ্মণ রায় বাড়ীর চৌদ্দ বছরের কম বয়সী একজন কুমারী মেয়েকে নদীতে স্নান করিয়ে পবিত্রীকৃত করতঃ কুমারী পূজার সাজ-সরঞ্জামে সাজানো অবস্থায় পূজা মন্ডপে আনয়ন করার আদেশ দিলেন। পিতা স্বর্গীয় শ্রী শ্রী সীতানাথ রায় পরিবারের সকলের সাথে পরামর্শক্রমে আমাকেই কুমারী পূজার জন্য নির্বাচিত করলেন এবং যথারীতি নবাগত ব্রাহ্মণের আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সাজে সজ্জিত করতঃ পূজামন্ডপে আমাকে কুমারীর আসনে নির্দিষ্ট স্থানে স্থান করে দিলেন।

এমতাবস্থায় নবাগত ব্রাহ্মণ পূজামন্ডপে প্রবেশ করলেন এবং পূর্বের গ্রাম্য ব্রাহ্মণকে পাশে রেখে কুমারী পূজার মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করলেন। তাঁর মন্ত্র পাঠের উচ্চারণ ও সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য্যময় সুরেলা কণ্ঠের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

পূজা-অর্চনার এক সময় এবং ক্ষণে ও লগ্নে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেলো যে, স্বয়ং শ্রী শ্রী দূর্গা মা আধ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ ধারণ করে নবাগত ব্রাহ্মণের হাতে প্রসাদ গ্রহণ করলেন এবং উপস্থিত রায় বাড়ীর সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। স্বর্গ হতে মর্ত্যে এসে দেবীর মহা অষ্টমীর তিথিতে ও লগ্নে কুমারী পূজার এ প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ দেখে উপস্থিত সকলেই দূর্গা মা ও নবাগত ব্রাহ্মণের পদতলে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিলেন।

পূজা শেষে সবাই কৌতুহল ভরে নবাগত ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি নিজকে মহাশক্তির ধারক ও বাহক হিসেবে মানব সমাজে বর্তমান যুগে তাঁর নাম সূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিন বলে পরিচয় দিলেন। একই রাত্রে রায় বাড়ীর সকলে দৈববাণীর মাধ্যমে অনেক অলৌকিক বিষয় জানতে পারলেন। আমার পরিবারের সবাই এবং আমি দৈববাণীর মাধ্যমেই জানতে পাই যে, আমরা সবাই মহাগুরু ও মহাশক্তি রমিজের যুগে যুগের ভক্ত। এ যুগে আমরা নির্বাণ লাভ করবো।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রমতে এবং মহাশক্তির উপদেশ মতে যেদিন আমাকে কুমারী পূজায় অংশগ্রহণ করতে হলো সেদিন থেকে আমার জন্য কুমারী জীবন যাপন করার আদেশ বলবৎ করা হলো।

নিজ চোখে মহাগুরু রমিজের কর্মকান্ড দেখে আমি এবং আমার পরিবারস্থ সকলে তাঁকে মহাশক্তি হিসাবে তাঁর উপাসনা করি। নিষ্কলুক চরিত্র গঠন করা এবং চৈতন্যগুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার (ঈশ্বরের) সান্নিধ্য লাভ করাই তাঁর মূল বিধান। তাঁর বিধানের দশটি বৈশিষ্ট্য জীবন ও জীবনাচরণে, কর্মে ও কর্মাচারণে কাজে লাগাতে পারলেই জীবন ধন্য হবে বলে মনে করি।

আমি এবং আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি পরিবারস্থ সকলেই মহাশক্তি রমিজের সকল আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করেছি। তিনি বাণী রচনার মাধ্যমেই সকল ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করতেন এবং কর্ম করাতেন। তাঁর মাহ্‌ফিল বা উৎসব সবই ছিলো বাণী রচনা ভিত্তিক।

প্রত্যেক মাহ্‌ফিলে বাণীর মাধ্যমে ভক্তদের কর্মের এবং বিধানের দিক নির্দেশনা দেয়া হতো। বাণী-ই ছিলো ভক্তদের মূল ভিত্তি।

আমার ভ্রাতুস্পুত্র স্বর্গীয় ডাঃ হরিপদ রায়ের পুত্র বি.কে. রায় দীপু বংশ পরম্পরায় রায় বাড়ীর আধ্যাত্মিক ঐহিত্যকে লালন করে ইতিমধ্যে রমিজ কণ্ঠশিল্পী হিসাবে কামারচর মহাশক্তি রমিজ উদ্দিন খন্দকারের দরবার শরীফের অনেক ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

গুরু রমিজের অবর্তমানে বা দেহত্যাগের পর তাঁর উত্তরসূরী কে হবেন, কে রমিজের ন্যায় মাহ্‌ফিলে বাণী রচনাসহ তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন, তা নিয়ে চিন্তাশীল ভক্তদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হতো। তবে গুরু রমিজের জীবনের এক পর্যায়ে দেখা গেলো যে, তিনি তাঁর কণিষ্ঠ্য ছেলে খন্দকার আমিরুল ইসলাম'কে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে নিজ পরিচালনায় তাঁর বিধান ও আধ্যাত্মিক (মারেফাত) বিষয়ে জ্ঞান-চর্চায় নিয়োজিত রাখতেন। খন্দকার আমিরুল ইসলাম সঙ্গীত ও জ্ঞান চর্চা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর পিতার রচিত মরমী গানের সাথে সাথে নামকরা ওস্তাদদের শেখানো ধ্রুপদ (ক্ল্যাসিক্যাল) সঙ্গীতও চর্চা করতেন। অচিরেই তিনি ভক্তদের মাঝে গুরু রমিজ রচিত আধ্যাত্মিক (মরমী) ও ধ্রুপদ সঙ্গীতের মিশ্রনে বৈঠকী গান গেয়ে গুরু রমিজ ও তাঁর ভক্তদের মন মাতিয়ে তুলতেন। এমন একটি মজার সময় ছিলো যে, আমিরুলের কণ্ঠে রমিজ রচিত আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, শ্যামা, বিচ্ছেদ, স্তুতি ইত্যাদি বাণী না শুনলে মাহ্‌ফিল পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করতো না। আমিরুল (গ্রন্থকার) হারমোনিয়ামে হাত রেখে সঠিক সময়ের সুর রেয়াজ করলেই গুরু রমিজ ও ভক্তদের অনর্গল চোখের জল বইতে থাকতো।

বর্তমানে আমিরুল নিজেও বাণী রচনা করেন। একদিন কামারচর মহাশক্তি রমিজের দোতলা ঘরের নীচতলায় মাহ্‌ফিল হচ্ছিল। এমন সময় গুরু রমিজ তাঁর পরমভক্ত আজিজ ফকির'কে বল্‌লেন *"আজিজ, তুমি বাণী রচনা কর" আজিজ বল্‌লেন "বাবাজান, আমিতো লেখাপড়া জানিনা, কিভাবে বাণী রচনা করবো ? " গুরুদেব বল্‌লেন "আরম্ভ কর, তবেই পারবে"*। আদেশ অনুযায়ী আজিজ ফকির আরম্ভ করলেন এবং তাঁর মুখ

দ্বারা উচ্চারিত হলো *"আমি কোনরূপে করি তোর ভজনা, বলে দে মাওলানা (আমি) কোন রূপে করি তোর ভজনা"*।

বাণী নং-৬৪ "অলৌকিক সুধা"

আজিজ ফকিরের মুখে যা উচ্চারিত হলো সাথে সাথে তা গুরু রমিজের পরম ভক্ত মুন্সী আব্দুল মান্নান সাহেব লিখে রাখলেন।

বাণী রচনা শেষ হওয়ার পর খন্দকার আমিরুল ইসলাম গুরুদেবকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে *"আজিজ দাদাকে আদেশ করে বাণী রচনা করালেন, আমাকে আদেশ করেওতো তা করাতে পারতেন"*। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর গুরুদেব আমিরুলকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লেন *"বাণীতো আজিজ রচনা করে নাই, আমি-ই তার ভেতরে (অন্তরে) গিয়ে রচনা করেছি। আজিজের ভিতরে একটি অনিবার্য কারণে এবার গিয়েছি, আবার চলে এসেছি। তবে, তোর ভেতর যখন যাবো তখন আর আসবো না। আর সেটা হবে আমার এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর"*।

পাঁচই আর্শ্বিন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ তারিখে গুরুদেব পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। অনেকে ধারণা করলেন, কামারচর দরবারে আর কেহ বাণী রচনা করতে পারবে না। মাহ্‌ফিলে এসে আর কোন নতুন বাণী পাওয়া যাবে না।

কিন্তু মহাশক্তির কি অপার লীলা ! পরবর্তী পৌষ মাসের বাৎসরিক মাহ্‌ফিলে খন্দকার আমিরুল ইসলাম'কে উপস্থিত সকল ভক্ত মহাশক্তি রমিজের আদেশ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক বাণী রচনার জন্য অনুরোধ করলেন। সাথে সাথে আমিরুলের অন্তরচক্ষু খুলে গেলো। তিনি একাধারে পাঁচটি উপস্থিত বাণী রচনা করে ফেল্‌লেন। তখন হতে তিনি গুরু রমিজের পূর্ব আদেশ অনুযায়ী অতীন্দ্রিয় শক্তির (মোরাকাবা) মাধ্যমে বাণী রচনা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন। এ পর্যন্ত তিনি অনেক বাণী রচনা করেছেন। আধ্যাত্মিক অনেক লেখা লিখেছেন। মহাগুরু রমিজ জীবিত থাকাকালীন তাঁকে যে কথা দিয়েছিলেন তা বলবৎ রেখেছেন। ইহা ঠিকই দেখা গেলো যে, গুরু রমিজ আমিরুলের ভিতরে (হৃদয়ে) চলে গেছেন।

আমিরুল বাণী রচনা করলে মনে হয় রমিজ-ই তা করছেন। আমিরুল যা লিখেন আমরা মনে করি রমিজ-ই তা লিখছেন। আমিরুলের কণ্ঠের বাণী রমিজেরই কণ্ঠের বাণী। গুরুদেব লিখে গেছেন এবং বলেছেন যে *"ফাক্‌তুহুমা ফিমিররুহী আমিরুল"*। এখনো সে লিখা সুসংরক্ষিত আছে।

এক বাৎসরিক উৎসবে আমিরুল বলেছিলেন-

"রমিজ ছিলো রমিজ আছে রমিজ থাকবে
রমিজ বল রমিজ কাছে রমিজ পাবে"

এ কথাটি আজ সত্যে পরিণত হলো।

এ গ্রন্থটি অতীন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে মহাশক্তি রমিজের হাত আমিরুলের হাত হয়ে তাঁর ভিতর থেকে তিনি-ই লিখেছেন। এ গ্রন্থটি রমিজ বিধান, রমিজের আপ্তবাক্য, বাণী বিশ্লেষণ, রমিজ দর্শন ও তাঁর জীবনাচরণ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার খন্দকার আমিরুল ইসলাম রমিজ পরিবারের একমাত্র ব্যক্তি যিনি শৈশব থেকে মহাশক্তি রমিজের দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে ছিলেন এবং তাঁর নিকট হতে আধ্যাত্মিক মারেফাত, রমিজ বিধান ও অতীন্দ্রিয়ের পরম জ্ঞান অর্জন করেছেন। বহু বছর যাবৎ এ ধরণের একটি গ্রন্থ পাওয়ার ইচ্ছা আমার ও রমিজ ভক্ত সকলেরই ছিলো। গ্রন্থকার সাহেব আমাদের এই ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পূরণ করায় তাঁর পরমাত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শুভেচ্ছান্তে
"বেনু বালা রায় (চিরকুমারী)"

এই গ্রন্থের প্রণেতা আমার মায়ের অতি আদরের খালাতো ভাই যিনি আমার শ্রদ্ধেয় এবং পরমাত্মীয় মামা খন্দকার আমিরুল ইসলাম। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সুনামধন্য শিক্ষক। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক জ্ঞান ও মতবাদে স্বতঃসিদ্ধ একজন সু-পুরুষ। তাঁর এ গ্রন্থে আমার মুখবন্ধ হিসাবে একটি মতামত লিখনি আকারে প্রকাশ করার জন্য তিনি আমন্ত্রন জানিয়েছেন। আমি প্রথমে একটু সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলাম যে, আমি কি লিখব বা আমার লেখার ভাব ও মান মর্যাদা কতটুকু শোভা পাবে এই গ্রন্থে। কারণ আমার আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। আমি ছাত্র জীবনে ছিলাম একজন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পেশাগত জীবনে একজন ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

এর পরেও আনন্দ এবং গর্বের সাথে বলতে হয় যে, আমার শৈশব জীবন এই মাতৃকুলের স্নেহ-মায়া-মমতার আদর্শে লালিত। আমার মাতৃকুলের সবার জীবন কেটেছে এক মহাপুরুষ ও মণিষীর আদর্শে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে যিনি আমার প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নানা হযরত সূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিন। সেই সূত্রে আমাদের পরিবারের সবাই তাঁর মতাদর্শে দীক্ষিত, অনুপ্রাণিত এবং আজো উজ্জীবিত। আমরা এই মণিষীর কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, সৃষ্টির সেরা মানব জাতির সাথে স্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যে প্রভেদ তা হচ্ছে বিবেক। আর এই মুক্ত ও সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী ব্যক্তিই মানবসহ সকল প্রণী ও সকল সৃষ্টির কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন এবং তিনিই একজন প্রকৃত ধার্মিক। কোন ধর্মে-ই মানুষে মানুষে হানা-হানী, দ্বন্দ, কলহ, জিঘাংশা-মনোবৃত্তি ইত্যাদি আচরণের আদেশ ও উপদেশ বা অনুমতি নেই বরং এ সমস্ত বিষয়ের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। সকল ধর্মেই মানুষের মাঝে আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি এবং সদ্‌ভাব বজায় রাখার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর ধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে বিবেক ও মানবতাবোধ। যিনি জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এবং সকল প্রাণীকে স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে ভালোবাসতে পারেন তিনিই হলেন সত্যিকারের মহামানব। গুরু রমিজের আধ্যাত্মিক দর্শন ও মতবাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান,

জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম প্লেটোর দার্শনিক ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্য খুজে পওয়া যায়। যেমন, প্লেটোর দার্শনিক মতে মানবের আত্মার স্বরূপ বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রণীর আত্মার স্বরূপের সাথে অভিন্ন। বিশেষ পরম আত্মা হতেই মানবাত্মা উদ্ভুত। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি শক্তি আত্মা হতেই প্রাপ্ত। মানবাত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। একটি উচ্চতর জগৎ হতে পতিত হয়ে তা পৃথিবীতে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়। যে সকল আত্মা পবিত্র জীবন যাপন করে তারা যে স্থান থেকে এসেছে, আবার তথায় প্রত্যাবর্তন করে। যাদের আত্মশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয় নাই, তারা অন্য জগতে কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে। তার পরে মনুষ্য অথবা অন্য প্রাণীদেহ ধারণ করে। প্লেটোর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলতত্ত্ব হচ্ছে জন্মের পূর্বেও যদি জীবাত্মার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তার স্মৃতি কিছুকাল আচ্ছন্ন থাকলেও চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হতে পারে না। গুরু রমিজের প্রণীত তিনটি গ্রন্থ আছে যেখানে তিনি সমস্ত মানব জাতির কল্যাণ এবং সর্ব জীবের প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের উচিত উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে মানব জীবনকে সার্থক করা। আর তা করতে হলে মানুষের প্রয়োজন মহামানব রূপে একজন সদ্‌গুরু, যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায়।

এই গ্রন্থের প্রণেতা, এমনই একজন মহামানবের আধ্যাত্মিক দর্শন ও মতাদর্শ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর সেই মহামানব হচ্ছেন মণিষী এবং মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিন। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং মরমী সাধক। মরমী বাণী সম্বলিত তাঁর মূল্যবান আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক উপদেশ তাঁর প্রণীত তিনটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেখানে মানব এবং প্রণীকুল রক্ষার জন্য আত্মাকে ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি মুক্ত করার উপায় ও সাধনার কথা বাণীতে এবং উপদেশগুলোতে বর্ণিত রয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের ৩ (তিন) ছেলের মধ্যে একজন জনাব খন্দকার আব্দুল মান্নান মৃত্যু বরণ করেছেন। বাকী দু'জনের মধ্যে একজন হলেন শ্রদ্ধেয় খন্দকার তারিকুল ইসলাম ও অপরজন খন্দকার আমিরুল ইসলাম। তাঁরা তাঁদের পিতা এবং গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে এবং নিজ সাধনার বলে উভয়েই সাধক এবং

আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তাঁদের ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে প্রকাশ লাভ করেছেন।

এই গ্রন্থের গ্রন্থকার হলেন গুরু রমিজের কনিষ্ঠ্য ছেলে সূফী খন্দকার আমিরুল ইসলাম। তিনি শৈশব হতেই গুরু রমিজের সান্নিধ্যে থেকে একাধারে সন্তান ও শিষ্য হিসেবে রমিজ বিধানের কর্মকান্ড অনুশীলন করে আসছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থটি পড়ে আমার মনে হয় যে তিনি একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক এবং বর্ণাঢ্য জীবনের উত্থান ও পতনের সাথে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে একজন সূফী এবং চেতন গুরু হিসেবে শিষ্য ও ভক্তদের কাছে প্রকাশ লাভ করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধর্মভুক্ত তাঁর অগণিত ভক্ত রয়েছে। তিনি সারাজীবন যেমন একজন খ্যাতনামা আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তেমনি তাঁর পিতার ন্যায় একজন মরমী সাধক (Mystic)। তাঁর অনেক মরমী গান ও বাণী রচিত আছে।

এই গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার, গুরু রমিজের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে প্রকাশিত আদেশ, উপদেশ বাণী ও তাঁর বিধি-বিধান নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে তিনি বর্ণিত বিষয়গুলির উপর তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন।

এই গ্রন্থটি উপলব্দি সহকারে পাঠ করে রমিজ ভক্তবৃন্দ, আন্যান্য মানুষের এবং সর্বজীবের প্রতি সত্য ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিবেন বলে আমি একান্তভাবে আশাঁ করি।

শ্রদ্ধান্তে
মোঃ আনোয়ার হোসেন (জেন্টু)
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড
ঢাকা।

স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সাধনা মানুষকে সকল সৃষ্টির সাথে সুশৃংখল, সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার এক মহান শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, আমাদের সমাজ তথা বিশ্বের সর্বত্রই অশান্তি বিরাজ করছে। অনাচার, অত্যাচার ও অসামাজিক বহুবিধ কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলছে। আর মানবাত্মা ষড় রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় তাড়িত হচ্ছে বলেই মানুষ উক্তরূপ বিশৃংখল অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় আত্মাকে রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে মুক্ত করা অত্যাবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন একজন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মহা মানব বা সদ্‌গুরু (নিষ্ঠাগুরু)।

উক্ত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে গিয়ে মানুষ নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করার সাধনা বা অনুশীলন করতে পারেন। যে মানুষ নিষ্ঠাগুরুর সান্নিধ্যে গিয়ে সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে সর্ব প্রকার রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না হতে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহে তাঁর হৃদয় স্রষ্টা প্রেমের আঁধার ও স্রষ্টার বাসস্থানে পরিণত হলো।

উল্লেখ্য যে, অত্র গ্রন্থের প্রণেতা খন্দকার আমিরুল ইসলাম একজন সূফী ও মরমী সাধক **(Mystic)**। তিনি মহাসূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিনের সুযোগ্য ঔরষজাত সন্তান ও তাঁর অনুসারী এবং পরম শিষ্য। তিনি এ গ্রন্থে সদ্‌গুরুর (নিষ্ঠাগুরুর) সান্নিধ্যে গিয়ে কিভাবে নিজ আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক ইহাকে পরিশুদ্ধ করা যায় তা রমিজ বিধানের আলোকে বিশদ বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

আত্মাকে নিষ্কলুষ করতঃ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার যোগ সাধনা বা ধ্যানযোগ এর (মোরাকাবার) বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে "এক ঘন্টা মোরাকাবা করা ষাট বছর নফল এবাদতের চেয়েও উত্তম"। তাই হৃদয়ে পরম শান্তি লাভ করার জন্য আত্মিক সাধনা (মোরাকাবা) বা ধ্যানযোগ সাধনার কোন বিকল্প নেই।

গুরু রমিজের বিধানে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খৃষ্টান তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা ও আত্মশাসনই মূখ্য বিষয়। আর গ্রন্থকার মহোদয় এ সমস্ত বিষয়সহ মহাগুরু ও মহাশক্তি রমিজের মতাদর্শ, তাঁর বাণী সমূহ, তার আদেশ ও উপদেশ সমূহ এবং তাঁর বিধানের ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

সুতরাং এ গ্রন্থটি সকল রমিজ ভক্তের ও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলের আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখবে, আমার এ আত্মবিশ্বাস আছে।

বিনীত নিবেদক,
(বি.কে. রায় দীপু)
বি.কম (অনার্স) এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.বি.এ. নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
এবং রিজিউন্যাল ম্যানেজার, ডি.এইচ.এল.
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস, ঢাকা।
স্থায়ী নিবাসঃ গ্রাম দেওড়া, পোঃ পাক দেওড়া,
থানাঃ মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা।

পীরে কামেল ও মহাসূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিন একজন খ্যাতনামা মরমী সাধক ছিলেন। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ আছে। তাঁর মরমী সঙ্গীত বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করা হচ্ছে। যা অনেক বাউল শিল্পী এবং ধ্রুপদী শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায়।

সাধক রমিজের তিনজন ছেলে সন্তান ছিল। তন্মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন আমার পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুল মান্নান সাহেব। গুরু রমিজ হলেন আমার পিতামহ (দাদা)। অত্র গ্রন্থের প্রণেতা খন্দকার আমিরুল ইসলাম হলেন আমার শ্রদ্ধেয় কাকা।

শৈশবে আমার দাদা আমাকে খুবই ভালবাসতেন এবং সবসময় তাঁর সাথে সাথে রাখতেন। কারণ আমাকে ব্যতীত খন্দকার বাড়ীতে তখন রমিজের আর কোন নাতী ছিল না। আমার পরম আরাধ্যতম দাদাজান (গুরু রমিজ) আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব অর্পন করলেন আমারই ছোট কাকা খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেবের নিকট। আমার আরেক কাকা খন্দকার তারিকুল ইসলাম উক্ত সময়কালে নারায়ণগঞ্জ শহরে লেখাপড়া করতেন। তিনি ছাত্র হিসেবে খুবই মেধাবী ছিলেন বিধায় দাদাজী তাকে শহরে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। দাদাজী বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ছোট কাকা শ্রদ্ধেয় খন্দকার আমিরুল ইসলাম দাদাজীর কাছ থেকেই গ্রামের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। তিনি লেখাপড়ার সাথে সাথে আমার দাদাজীর নিকট সুর, তাল এবং সঙ্গীতের অনুশীলন করতেন। মাঝে মাঝে আমি কাকা ও দাদাজীকে মন্দিরায় তাল তুলে বেশ মজা করতাম। এখনো সেই সুর-তাল, লয় স্মৃতির পর্দায় বেজে উঠে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় এমনকি ভারতের কোন কোন স্থানেও দাদাজীর অনেক শিষ্য ভক্ত ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি উরস ও মাহ্‌ফিলে আমি এবং ছোট কাকা উপস্থিত থাকতাম। শ্রদ্ধেয় দাদা ও কাকা উভয়ের মরমী সঙ্গীতের সুরে তন্ময় হয়ে থাকতাম। আধ্যাত্মিক আনন্দের ভাবে ও রসে ভক্ত ও গুরুর মধ্যে অনাবিল প্রেম সৃষ্টি হতো। সে প্রেমে মগ্ন হয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অলৌকিক আশায় গুরু ও শিষ্যের অনর্গল চোখের

জলধারা দেখা যেতো। অনুতাপের চোখের জল দ্বারাই পাপ কর্তন করা সম্ভব। আর এ সাধনাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।

আমার শ্রদ্ধেয় কাকা খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেব তাঁর সারাটা ছাত্রজীবন ভরেই লেখাপড়ার সাথে সাথে গুরু রমিজের পরিচালনাধীন থেকে তাঁর মতবাদ ও আদর্শে আদর্শবান হয়ে এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে আধ্যাত্মিক সাধন চর্চায় মগ্ন থাকতেন। গ্রন্থকার সাহেব গুরু রমিজের সাথে সরাসরি অবিরাম জ্ঞান চর্চা করতঃ রমিজ প্রণীত তিনটি গ্রন্থের বাণী, উপদেশ ও রমিজ মতবাদ বা বিধানের অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি রমিজ সঙ্গীত বিশারদ ও রমিজ তত্ত্বের তত্ত্ববিদও বটে। উলেখ্য যে, আমার পিতামহের জীবিতাবস্থায় তাঁর তিন ছেলে সন্তানের মধ্যে কেবলমাত্র খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেবই তাঁর সকল মাহ্‌ফিলে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতেন। গুরু রমিজ তাঁর জীবনের শেষ মাহ্‌ফিলে (১৩৭৪ বাংলার ৩রা আশ্বিন, বুধবার, দিবাগত রাতে) উপস্থিত সকল ভক্তের সমবেত আসরে আমার শ্রদ্ধেয় কাকা খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেবকে তাঁর নিজের আসনে বসিয়ে উক্ত মাহ্‌ফিল এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য সকল মাহ্‌ফিল এবং তাঁর সকল পর্যায়ের ভক্ত পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করতঃ তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং তিনি ভক্তদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের কাতারে সারারাত বসে থেকে তাঁর পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মাহ্‌ফিলের পরম আনন্দ উপভোগ করেন।

গ্রন্থকার সাহেবের এ গ্রন্থটি পড়ে ইহা-ই বুঝতে পেরেছি যে, মারেফাত বা আধ্যাত্মিক জগতের মরমী সাধনায় লিপ্ত সকল ভক্ত হৃদয়ে অক্ষয়, অব্যয় ও অবিকৃতভাবে গুরু রমিজকে চৈতন্য রাখতে হলে এ মহামূল্যবান গ্রন্থটির কোন বিকল্প নেই।

খন্দকার ফেরদৌস আহ্‌মেদ
পিতা- মৃত খন্দকার আবদুল মান্নান
গ্রাম- কামারচর, ডাকঘর-কামালা,
উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা-কুমিলা।

স্রষ্টাকে চেনা, জানা এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য মানুষ আদি কাল হতে অদ্যাবধী বিভিন্ন ভাবে ও উপায়ে চেষ্টা করে আসছেন। এখন থেকে বাইশ বছর পূর্বে মহাশক্তি মহাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মাজারে যাই। সেখানে তিনদিন অবস্থান করে দেখতে পেলাম যে, গুরু রমিজের বিধানে মানবতাবাদের পূর্ণাংগ কর্ম-কান্ডের যথা সুন্দর অনুশীলন হচ্ছে। যে উৎসবের সময় আমি গিয়েছিলাম তা গুরু রমিজের সন্তান খন্দকার আমিরুল ইসলাম পরিচালনা করছেন। জানতে পারলাম যে, তিনিই গুরু রমিজের স্থলাভিসিক্ত হয়ে ভক্তদের সাথে উৎসবের কাজ করছেন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই একই সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ক কর্ম-কান্ডে জড়িত আছেন। সকল ধর্ম ও মতের লোকদেরকে একই প্লাটফর্মে (অবস্থানে), একই বিধানে, একই গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে স্রষ্টার আরাধনায় মহা মিলন কেন্দ্রে মিলিত অবস্থায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে আমি আনন্দে আপ্লুত হয়ে অভিভূত হয়েছি। এ বিধান পালন করতে ধর্মান্তরিত হতে হয় না। এ বিধান প্রকৃত মানবতার মানব ধর্মের মহামানবের বিধান। যার যার ধর্ম বলবৎ রেখেই এ বিধান পালন করা যায়।

গুরু রমিজের বিধান এর সকল কর্ম-কান্ডের সর্বশেষ কর্ম হচ্ছে, নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা। নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক আত্মশুদ্ধি ক্রমে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করতঃ মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা। এ সবকিছু দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে আমি আমার যুগে যুগের গুরু খন্দকার আমিরুল ইসলামের নিকট শিষ্যত্ব বরণ করি।

আমার চেতন গুরুর (সদ্‌গুরুর) রচিত অত্র গ্রন্থটি সর্বস্তরের রমিজ ভক্তের প্রয়োজনে আসবে বলে আমি আশান্বিত।

শুভেচ্ছান্তে
মহাদেব পোদ্দার
নড়িয়া

আমি খন্দকার আব্দুস সালাম, পিতা- মৃত খন্দকার চাঁন মিয়া, গ্রাম- হারপাক্না, উপজেলা- মুরাদনগর, কুমিলা। খন্দকার রমিজ উদ্দিন এবং আমার পিতা তাঁরা দুই ভাই। তাঁদের আদি বাসস্থানই ছিল হারপাক্না গ্রাম। খন্দকার রমিজ উদ্দিন ছিলেন আমার জ্যেঠা। আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনি জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় আমি তাঁর বিধানভুক্ত হতে পারিনি। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর বিধান যে মুক্তির বিধান তা আমি বুঝতে পেরেছি। হাজার হাজার লোক তাঁর বিধান মেনে চলতো। প্রতি বৎসর দু'বার বাৎসরিক মাহ্ফিল হতো। নিষ্কলুশ চরিত্র গঠন এবং আত্মার ভুল সংশোধন করাই ছিল তাঁর সারাজীবনের সংগ্রাম। আর এ সংগ্রাম ছিল ষড়রিপু, ইন্দ্রিয়াদি ও সকল অসৎ কর্মের বিরুদ্ধে। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই ছিল তাঁর সাধনার মূল উদ্দেশ্য। সাধন পথে তিনি নিজেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিকট বিলীন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রণীত ৩টি পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি। বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমি তাঁর বিধানের একজন কর্মী। তিনি তাঁর কণিষ্ঠ্য ছেলে সন্তান খন্দকার আমিরুল ইসলামকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে মনোনীত করে গেছেন। খন্দকার আমিরুল ইসলামকে শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিক চর্চায় নিয়োজিত করেন। পারিবারিকভাবে আমি তাঁর চাচাতো ভাই। আমি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করি। সে জীবনের বিনিময়ে রমিজ বিধানকে আঁকড়িয়ে ধরে আছে এবং রমিজ ভক্তগণকে পরিচালনা করছে। তাঁর প্রণীত অত্র পুস্তকটিতে রমিজ বিধানের সকল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সে রমিজ সঙ্গীত ও বিধান তত্ত্ববিদ। এ গ্রন্থ সকল রমিজ ভক্তের আধ্যাত্মিক কর্মসাধনের পথে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

খন্দকার আবদুস সালাম
হারপাক্না।

পরম করুণাময় মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য এ জগতে বহু সাধক আছে। হয়তো কেহবা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছে আবার কেহবা পরিমিত জ্ঞানের অভাবে ব্যর্থ হয়। পরম সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার জন্য এ যুগের এক মহান দার্শনিক আত্মার বিজ্ঞানী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিন সাহেব তাঁর রচিত তিনটি বইয়ের মধ্যে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সন্ধান দিয়েছেন। খন্দকার রমিজ নিশ্চিত একজন মহামানব এবং মহাজ্ঞানী বটে। যুগে যুগে মানুষকে পথ দেখাতে এবং সত্যের সন্ধান দিতে কোন না কোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর যখনই কোন মহা পুরুষ এ ধরায় আগমন করেন, তখন তিনি তাঁর নিকটতম প্রিয়ভাজন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গকে সাথে করে নিয়ে আসেন। আমার ধারণামতে মহাশক্তি গুরু রমিজও তাই করেছেন। এ গ্রন্থের লেখক খন্দকার আমিরুল ইসলাম গুরু রমিজের কণিষ্ঠ্য পুত্র এবং একজন যোগ্য সন্তান বটে। খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেব শৈশবকাল হতে গুরু রমিজের একজন সহচর হিসেবে সদা সর্বদা তাঁর কাছে থাকতেন। গুরু রমিজের সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং তাঁর রচিত বাণীগুলো রপ্ত করতেন, এমনকি সুললিত কণ্ঠে লয়, তাল, সুর ও লহরী বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। খন্দকার আমিরুল ইসলাম সত্যিকারেই ছোটকাল হতে একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি এবং একজন মহাজ্ঞানীও বটে। তাঁর রচিত এ গ্রন্থে গুরু রমিজের বাণীগুলোর বিশ্লেষণ সহজ ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যা একজন অজ্ঞ, মূর্খ মানুষের জন্য বুঝতে কষ্ট হবেনা বলে আমি মনে করি। প্রতিটি পরম ভক্তের কাজই হলো তার প্রিয়ভাজন পরম গুরুকে ফুটিয়ে তোলা এবং লোকালয়ে প্রকাশ করা। গ্রন্থকার সাহেব তা-ই করেছেন।

এ বইটিতে রয়েছে এল্‌মে মারেফাতের নিগূঢ় রহস্য তথা এল্‌মে লাদুনী এবং এল্‌মে তাছাউফের সন্নিবেশ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান যদি কেউ লাভ করার ইচ্ছা পোষন করেন, তবে এ বইটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। স্রষ্টা প্রেমিকেরা এটা পরে খুব আনন্দ পাবেন আর হিংসুকেরা অন্তর জ্বালায় দগ্ধ হবেন। এ বলে আমি শেষ করলাম।

ইতি-
আল-কাসিম মোল্লা
(গুরু রমিজ ভক্ত)

মানবতা মনুষ্যত্ববোধই হল মানবাত্মার ধারক ও বাহক। জ্ঞানের প্রতি ভালবাসাই মানুষকে সভ্যতা প্রসূত সার্থক জীবনে উজ্জীবিত করে তোলে। আর এ ব্যাপারে যারা অচেতন মানব মনে উদ্দীপনা দান করেন এবং জ্ঞানামৃত মন্থন করে বিশ্ব মানব কল্যাণ বিধান করেন, তাদেরকেই আমরা মহান ও মহামানব, মহাশক্তি বলে জানি। অখন্ড মানব কল্যাণে যিনি শান্তি ও মুক্তির দূত তাকেই আমরা প্রতি নিয়ত হত্যা করি। অবজ্ঞা করি সেই পরম পিতা, পরম বন্ধু, পরম গুরুকে আমরা আমাদের অন্তরে, মনে লালন করতে পারি না। যা কিনা আমাদেরই আত্মজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান বা আত্মবোধের অভাব। আমাদের মুক্তি আমাদের অজ্ঞানতার হাতে বন্দি থাকে। তাই 'মহাগুরু রমিজ' বলেছেন জ্ঞানের প্রতি চাই অকৃত্রিম ভালবাসা, মূল্যবোধ, দূরদৃষ্টি ও সহনশীলতা। বিজয়ী হও তুমি আত্মসাশনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে, জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দাও ফাঁকি। ইহা গুরু 'রমিজেরই' কথা। তাই গুরু রমিজের বিধান, মানবাত্মার মুক্তির আধ্যাত্মিক সহায় সম্বল। মানুষের প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য যতগুলি শাখা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকর হচ্ছে "রমিজের" মানব মুক্তির বিধান। মানবকে হওয়া চাই মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণ ও মুক্ত চিন্তার পথিকৃৎ। সৎগুরুতে আত্মসমর্পন করে মানব কেবল মানবের ভুলগুলি সংশোধন করতে পারে। শুধু তাই নয়; অনেক অজানাকে জানতে পারে। প্রকৃতি দেবী তার অতল গর্ভে যাহা লুকিয়ে রেখেছেন, তার প্রকৃত হদিস বের করতে সক্ষম হয়ে থাকে। 'নিজেকে জান' এই হলো সুপ্রাচীন ও সর্বকালের "শ্রেষ্ঠতম বাণী"। প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রকৃতিকেই শ্রদ্ধা জানাই। গুরুর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জানতে পারে। আত্ম বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। আত্ম বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারে আমি কি ? এবং কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছি। নিজে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত মনে হবে না। তার ফলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উন্নতি ঘটবে। অনেক অসফল ভগ্নজীবন সফলতায় ভরে উঠবে। গ্রন্থকার মহোদয়ের এ গ্রন্থে মহাশক্তি রমিজের বিধান ও জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে, যা রমিজ ভক্তদের জানা প্রয়োজন। বইটি পড়ে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান অর্জন করতে পারলেও গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হবে।

এম.এ. মজিদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।

আমার এলাকার অনেক লোক বহু বছর যাবৎ পীরে কামেল হযরত সূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিনের দরবারে আসা যাওয়া করছে। আমার পরিবারের প্রায় সবাই তাঁর ভক্ত।

একদিন তাঁর মাজারে যাওয়ার জন্য আমার মন চাইলো। ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানে গেলাম। তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি সূফী খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেবের সাথে দেখা করলাম এবং পরিচিত হলাম। তখন তিনি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন কর্মরত শিক্ষক। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পীর দরবেশদের যে পোষাক থাকে তা তাঁর মধ্যে দেখলাম না। মনটি যেন কি রকম হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর তাঁর সাথে ঘরোয়াভাবে কথা আরম্ভ হলো। ক্রমে ক্রমে তিনি মারেফাত বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও দর্শন শাস্ত্রীয় মদবাদ অনুযায়ী ব্যাপক বিশ্লেষণ দিলেন। তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনলাম। অবশেষে দেখা গেলো যে, তাঁর বাহ্যিক বেশ-ভূষা হলো একজন মার্জিত শিক্ষকের মতো আর কথা ও আচরণ হলো মহামানবের মতো। যুক্তিহীন কোন কথা তিনি বলেন না।

তাঁর মধুর আচরণ গুরু রমিজের মানব মুক্তির সুন্দর বিধান দেখে আমি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করলাম।

তাঁর লিখিত "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" নামক পুস্তকটির বিষয়বস্তু পরলে সত্য সন্ধানকারী রমিজ ভক্তদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে প্রতীয়মান হয়।

বিনীত-
ওসমান গণি মাষ্টার
মূলগ্রাম, বি.বাড়ীয়া।
এম. এ. বি. এড.

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত কামারচর গ্রামের খন্দকার রমিজ উদ্দিন একজন মহা আধ্যাত্মিক সাধক (মহাশক্তি)। তাঁরই ছোট ছেলে খন্দকার আমিরুল ইসলাম একজন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানী। স্রষ্টার এক জটিল রহস্যময় সৃষ্টিতে যুগে যুগে মানুষ অনুভূতির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। মানব সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবীতে এত লোক ছিলোনা, ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে নতুন ধর্মমত উদ্ভব হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তখন শুরু হয় বিভেদ। উৎস পায় হিংসার। তারপর শুরু হয় ভুল বুঝা-বুঝি। ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি করে থাকে। তখন মানুষ ভুলে যায় সৃষ্টির স্রষ্টাকে। মানব ধর্মে কিন্তু কখনোই এ কথা বলেনি। প্রত্যেক ধর্মই বলেছে মানব কল্যাণের কথা। তাই জ্ঞান দ্বারা স্রষ্টাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে চিনার জন্য এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর জন্য খন্দকার আমিরুল ইসলাম তাঁর রচিত "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" গ্রন্থটি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের খেদমতে পেশ করেছেন। আমি তাঁর উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি। ইতি-

বিনীত-
ডাঃ রমিজ উদ্দিন
গ্রাম-সেন্‌নগর, ডাক ঃ মির্জানগর,
উপজেলা-মেঘনা, জেলা-কুমিল্লা।

আমার পিতা আব্দুল আউয়াল মুন্সী, আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে মহাগুরু সুফী খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মাজারে আসা যাওয়া করতেন। গুরু রমিজের ভক্তদের জীবনাচরণ ও রমিজ বিধান পর্যবেক্ষণ করে আমার পিতা দেখলেন যে, এ বিধানটি আত্মশুদ্ধির বিধান। এ বিধান ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি বর্জনের বিধান এবং আত্মার মুক্তির বিধান। আমার পিতা জীবনের শুরু হতেই পীর-ফকির, দরবেশদের আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতেন। পরবর্তীতে রমিজ বিধানকেই তিনি জীবনের পথ ও পাথেয় হিসেবে বেছে নিলেন।

সুফী গুরু রমিজের কনিষ্ঠ ছেলে সুফী খন্দকার আমিরুল ইসলাম তখন রমিজ ভক্তদের পরিচালনারত ছিলেন। তিনি একজন মরমী সাধক ও আত্মতত্ত্ববিদ বটে। তাঁর আচরনে, মরমী গানে এবং আধ্যাত্মিক আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে আমার পিতা তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর নিকট শিষ্যত্ব বরণ করেন।

আমিও শৈশব হতেই পিতার সাথে সাথে রমিজ মাজারে আসা যওয়া করতাম। সুফী খন্দকার আমিরুল ইসলাম, মুরাদনগর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁর সাহচর্যে এসে তাঁর আচরনে অভিভুত হয়ে গেলাম। বর্তমানে আমাদের পরিবারের সকলেই রমিজ দরবারের ভক্ত। তাঁর লিখা বই ও প্রবন্ধ আমি পড়েছি। তিনি একজন উন্নত মানের আধ্যাত্মিক বিষয়ের গবেষক ও লিখক।

তাঁর প্রণীত *"মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান"* গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পড়ার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আত্মশুদ্ধির পথে এ গ্রন্থটি পন্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

রমিজ ভক্তবৃন্দের শুভ কামনায়-
মোহাম্মদ মোমেন মিঞা
বি,এস-সি, বি,এড (সিনিয়র শিক্ষক)
মোগরাপাড়া এইচ, জি, জি, এস, স্মৃতি
বিদ্যায়তন।
সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

আমার পিতা মরহুম নোয়াব আলী ঢালী বহুকাল পূর্ব হতে মহাগুরু রমিজের সান্নিধ্যে এসে তার সাথে প্রায় বারো বছর সঙ্গ করেন। তিনি রমিজ বিধানের একজন একনিষ্ঠ্য কর্মী ছিলেন। আমার পিতা-মাতা গ্রন্থকার সূফী খন্দকার আমিরুল ইসলামের শিষ্য ছিলেন। আমিও একজন রমিজ ভক্ত। আমাদের পরিবারের সবাই রমিজ ভক্ত। গ্রন্থকার সাহেব একজন রমিজ সঙ্গীত ও বাণী বিশারদ এবং রমিজ বিধান বিশেষজ্ঞ। শৈশব থেকেই দেখছি যে, তিনি আমাদের বাসভবনে ভক্তবৃন্দ নিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক বিষয়ে বা মারেফাতের বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। আমার পিতাও এ বিষয়ে পটু ছিলেন।

গ্রন্থকার সাহেবের নিরলস চেষ্টায় ও সাধনায় লিখিত "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" নামক গ্রন্থটি সকল রমিজ ভক্তের উপকারে আসবে। এ পবিত্র পুস্তকটি থাকার কারণে রমিজ বিধান অবিকৃত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ পুস্তকটি পরে সুধী মন্ডলীর কিছুটা কাজে লাগলেও লিখকের শ্রম সার্থক হবে।

শুভ কামনায়-
শাহাব উদ্দিন ঢালী
পিতা-মরহুম নোয়াব আলী ঢালী।
ঢাকা

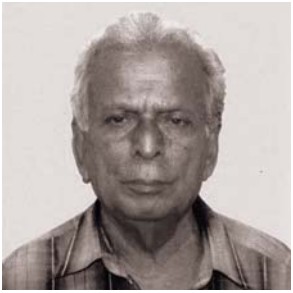

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মহাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর প্রণীত 'অলৌকিক সুধা ও সতের অনুসন্ধান' নামক পুস্তকটির কয়েকটি বাণী তিনি তাঁর ভক্তদের নিকট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিচ্ছিলেন। বাণীগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিল কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। অর্থাৎ কর্মেরই কারণে মানুষকে পুনরায় জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসতে হয়। এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা তিনি এমনভাবে দিলেন যে, তাঁর কথাগুলো খন্ডানোর মত কোন যুক্তি কেহই উপস্থাপন করতে পারেননি। তাঁর বাড়ীতে আমি আমার এক নিকটাত্মীয়কে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য রয়ে গেলাম।

উক্ত সময়ে গুরু রমিজের জীবনাচরন, ভক্তদের সাথে প্রাণখোলা কথোপকথন, বাণী রচনা ও তাঁর অলৌকিক শক্তি অবলোকন করে আমি তৎক্ষনাৎ তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে যাই।

অত্র গ্রন্থের লিখক খন্দকার আমিরুল ইসলাম'কে দেখেছি যে, শৈশব থেকেই তিনি তাঁর পিতাগুরু রমিজের নিকট আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী চর্চা করতেন। তাঁর পিতার মত তাঁরও মধুর আচরণ ছিল। তিনি তখন থেকেই উচ্চমানের মরমী গায়ক ও সাধক ছিলেন। রমিজ ভক্তদের সাথে তিনি সুযোগ পেলেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা করতেন। মহাগুরু রমিজ তাকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে গড়ে তুলে গেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে **(Inheritance)** তিনিও তাঁর পিতার ন্যায় মরমী গান রচনা করার ক্ষমতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতিটি লিখনীর মধ্যে **(Mystic)** স্পর্শ ছিল। তিনি রমিজ বাণী ও বিধানের তত্ত্ববিদ। তাই রমিজ বাণী ও বিধানের ব্যাখ্যা সম্বলিত এ পুস্তকটি রমিজ ভক্তদের জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক হবে। এ পুস্তকটি পাঠ করে রমিজ ভক্তদের কেহ যদি কিছুমাত্রও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন তবেই লিখকের শ্রম সার্থক হবে।

আব্দুল করিম ভূইয়া
দাউদকান্দি, কুমিল্লা

আমি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে গুরু রমিজের বাড়ীতে প্রথম আসি। এসেই দেখলাম তিনি বহু শিষ্য ভক্ত নিয়ে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন। কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। তার কথা শুনতে শুনতে এতই আনন্দ লাগলো যে, সময় কখন বয়ে গেলো শুনতে শুনতে তা-ও অনুভব করতে পারলাম না। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে অতি আগ্রহ নিয়ে নিজের ছেলের মতই গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন তাঁর বাড়ীতে রয়ে গেলাম। দেখা গেলো যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু তাঁর নিকট আলোচনা করা যায় না। এরই মধ্যে তাঁর কিছু অলৌকিক বিষয় দেখতে পেলাম। নিষ্কলুশ চরিত্র গঠন এবং আত্মার ভুল সংশোধন করাই ছিল তাঁর সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

এত বড় মহা সাধকের দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। সাথে সাথে তাঁর প্রতি আমার আত্মিক ভক্তি সৃষ্টি হলো। তাই তাঁর নিকট মুরীদ হয়ে গেলাম।

গ্রন্থকার খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেব তখন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া অবস্থায় ছিলেন এবং তখন থেকেই গুরু রমিজ তাঁকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানদান শুরু করেন। অবশেষে তিনি বিরতিহীনভাবে গুরু রমিজের সঙ্গ পেয়ে রমিজ বিধানভুক্ত হয়ে গুরু রমিজের আদেশে এবং পরিচালনায় সাধন কার্যে লিপ্ত হলেন। মহাগুরু রমিজ তাঁকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তৈরী করে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনিও মরমী সাধনায় লিপ্ত হয়ে মরমী গান রচনা করতে লাগলেন। তাঁর রচিত একটি গানের বই-ও আছে।

অত্র গ্রন্থটি মহাগুরু রমিজের সর্ব প্রকারের বাণী, আদেশ, উপদেশ এবং তাঁর বিধান নিয়ে লিখা হয়েছে। ইহা সর্বস্তরের রমিজ ভক্তদের জন্য উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

মতিউর রহমান।
ঢাকা

এখন থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে আমি মহাশক্তি খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মাজারে যাই। সেদিন ছিল গুরুদেবের বাৎসরিক উৎসব। আমি কৌতুহল ভরে সেখানে গুরুদেবকে দেখার অপেক্ষা করছি। সবাইকে দেখছি কিন্তু গুরুদেবকে দেখছিনা। কখন গুরুদেব মাজারে আসবেন তাও বুঝাযাচ্ছে না। হাঁ একজন গুরুদেবতো সাধারণ মানুষ নয় যে, ইচ্ছে করলেই তাঁকে দেখা যাবে এবং কথা বলা যাবে! গুরুদেবের চলন এবং কথন হয় রাজা-বাদশাদের মত। তাঁর আগে পাছে থাকে ... ... ইত্যাদি।

হঠাৎ করে কৌতহল ভরে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম গুরুজী কখন আসবেন? তিনি বল্লেন, এইতো এই মাত্র গুরুজীর সাথে আপনি অনেক কথা বল্লেন। অর্থৎ শার্ট-লুংগি-চশমা পরিহিত একজন লোক সবাইর সাথে দেখা করছেন, কথা বলছেন যেন সবাই তাঁর পরিবারস্থ লোক। হাঁসি মুখে ঘরের এবং মাজারের বাইরে-ই কথার ফাঁকে ফাঁকে আধ্যাত্মিক এবং অনাধ্যাত্মিক কথা বলছেন। পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অনাবিল আনন্দে আনন্দিত আছেন। বিষয়টি আসলেই কৌতুহল জনক। যখন অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে তখন গুরুজী খন্দকার আমিরুল ইসলাম মাজারে এসে সকল ভক্তের মাঝে বসে পরলেন। একই স্থানে ভক্তদের সমান্তরালে বসে অতীব সুন্দর সাবলীল ভাষায় আধ্যাত্মিক আলোচনা করলেন, যেন একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা দান করছেন। জানতে পারলাম তিনি একজন খ্যাতনামা সরকারী হই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মাজারের ভিতর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি মিলে একই প্লাটফর্মে বসে সান্ধ্যকালীন প্রার্থণা (আরাধনা) করছেন। সর্ব ধর্ম

ও মতের লোক একাকার হয়ে আরাধনায় মগ্ন থাকেন, এ যেন সর্ব জাতির এক মহা মিলন মেলা।

ঐ দিন গুরুজীর মূল বক্তব্য ছিল, - কি করে ষড়রিপু, ইন্দ্রীয়াদির তাড়নায় তাড়িত অসৎ কর্ম এবং মহা গুরু রমিজ বর্ণিত এগার ধরনের পাপ বর্জন করা যায়। সর্ব পাপ বর্জণ করতঃ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে মুক্তি ও মোক্ষলাভ করা যায়। কি করে সদ্‌গুরু ও চেতন গুরুর মাধ্যমে কর্ম করতঃ নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করে আত্মাকে সকল ভুল কর্ম হতে রক্ষা করে জন্মচক্র হতে মুক্ত করা যায়। মহাগুরু রমিজের বিধানে কর্ম করা মানেই হচ্ছে, -,দেহের রিপু ও ইন্দ্রীয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা। এ বিধানে হিন্দু, মুসলমান সর্ব ধর্মের লোক কর্ম করতে পারে, কারো ধর্মান্তরিত হতে হয়না। যার যার ধর্ম বলবৎ রেখেই তা করা যায়। এ বিধানের সকল ভক্তই নিরামিষভোজী।

আমিও খন্দকার আমিরুল ইসলাম মহোদয়ের শিষ্যত্ব বরণ করি। তিনি *"মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান"* নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা কলুষ মুক্ত জীবন গঠনে পরিপূর্ণ ভাবে সহায়ক হবে বলে আমি ধারনা করি।

শুভেচ্ছাসহ
দুলাল কাহার
সিলেট (শ্রীমঙ্গল)

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও মাতা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য আধ্যাত্মিক জগতের মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন। তাঁরা আজ থেকে প্রায় পঁঞ্চাশ বছর পূর্বে উক্ত জগতের এক পরম পুরুষের সন্ধান লাভ করলেন। আর সে পরম পুরুষ হচ্ছেন, মহা সুফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিন। আমার পিতা-মাতা তাঁর কাছে স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে পরিবারের সবাইকে গুরু রমিজের নীতিতে দীক্ষিত করেন। গুরু রমিজের নীতি নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের নীতি। আমরা পার্থিব জগতের লেখা-পড়া করার মত তেমন সুযোগ না পেলেও অপার্থিব জগতের বেলায় পিতা-মাতার মাধ্যমে সৎ-চরিত্র গঠনের সুযোগ যথেষ্ট পেয়েছি। আমাদের ঢালী পরিবারের প্রায় সবাই মহা সুফী গুরু রমিজের পন্থী। তাঁর বিধানের মূল বিষয় হচ্ছে, ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না যুক্ত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আজীবন অবিরত সংগ্রাম করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এ পরিশুদ্ধ আত্মাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী।

গুরু রমিজ চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। শৈশব থেকেই আমরা দেখে আসছি যে, গুরু রমিজের উত্তরসুরী খন্দকার সুফী আমিরুল ইসলাম গুরু রমিজের স্থলাভিসিক্ত হয়ে তাঁর মাজারে ভক্তপরিচালনা করছেন। আমি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছি। তিনি নিজে একজন সুফী সাধক। তাঁর রচিত অনেক মরমী গান রয়েছে।

তিনি মহাগুরু রমিজের তিনটি গ্রন্থের গান ও উপদেশ বাণীগুলোর ব্যাখ্যা লিখেছেন। একই সাথে তিনি রমিজ নীতি সম্বলিত রমিজ বিধান রচনা করেছেন। মহাগুরু রমিজের সন্তান এবং তাঁর

মনোনিত খলিফা বা প্রতিনিধি খন্দকার সুফী আমিরুল ইসলাম রচিত এ বিধানের গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বেশী। কারন, গুরু রমিজের ছেলেদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাঁর (রমিজের) সঙ্গ করেছেন এবং গুরু রমিজ নিজে তাঁকে আধ্যাত্মিক বিধানের জ্ঞান দান করেছেন। অত্র পবিত্র গ্রন্থটি সকল রমিজ ভক্তের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শুভকামনায়
আলী হোসেন ঢালী
নবাবগঞ্জ

আমি এই গ্রন্থের লিখক খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম সাহেবের পিতা মহাসূফী খন্দকার রমিজ উদ্দিন মহাগুরুর একজন শিষ্য। আমার বর্তমান বয়স ৮০ বছর। বিশ বছর বয়সে আমি মহাগুরু খন্দকার রমিজের শিষ্যত্ব বরণ করি। তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনা আমি দেখেছি। তাঁর বিধান নিষ্কলুশ চরিত্র গঠন ও মুক্তির বিধান। আর সে মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি। আমি ৩০ বছর অবিরাম গুরু রমিজের সঙ্গ করেছি। গ্রন্থকার খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম শৈশব থেকেই গুরু রমিজের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। গুরু রমিজ তাকে তখন থেকেই নির্মল চরিত্রের অধিকারী করে গঠন করেছেন। তিনি তাকে আধ্যাত্মিক বা মারেফাত সম্বন্ধে জ্ঞানদান করতঃ তাঁকে খেলাফত দান করেন। গ্রন্থকার সাহেব কলেজে লেখাপড়াকালীন তাঁর পিতাগুরুর প্রতিটি সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিল ও বাৎসরিক মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন। গুরু রমিজ নিজে আমার উপস্থিতিতে অনেক লোক তাঁর নিকট মুরীদ করিয়েছেন। তিনিই ছিলেন রমিজের একমাত্র উত্তরসূরী। বংশানুক্রমিক ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তার পিতাগুরু রমিজের ন্যায় মরমী গান রচনা করে থাকেন। তিনি রমিজ বাণী ও বিধান বিশারদ। এ বিষয়ে রমিজ দরবারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর রচিত এ গ্রন্থটি সকল রমিজ ভক্তের হৃদয়ের চাহিদা মেটাতে পারবে বলে আমি মনে করি। ইহা যদি জ্ঞান অর্জনের কিছুটাও সহায়ক হয়, তবে গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হবে।

আব্দুছ ছালাম
কামরাঙ্গীরচর

সৃষ্টির স্রষ্টার সন্ধান এবং বিশ্ব মানবাত্মার পার্থিব সুখ-শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য মহাশক্তি পীরে কামেল খন্দকার রমিজ উদ্দিন -

ক) অলৌকিক সূধা ও সত্যের অনুসন্ধান,
খ) স্বর্গের সূধা ও সত্যের সন্ধান,
গ) স্বর্গে আরোহন ও সত্যে পরিণত ।

এই পুস্তক তিনখানা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

আমার পীরে কামেল সূফি খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেব উল্লেখিত পুস্তক তিনখানা'র উপদেশ ও বাণী সমূহের সারমর্ম সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" নামক একখানা পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন যাতে পাঠক এবং ভক্তবৃন্দগণ সহজে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্দি করিতে পারেন ।

সূফী খন্দকার আমিরুল ইসলাম সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎ মহাশক্তি খন্দকার রমিজ উদ্দিনের সাহচর্য্যে থেকে ভক্তমহলে বাণী কালাম পরিবেশন করেছেন বিধায় তার পিতা, মাতা/গুরুকে এবং তাঁর ভক্তগণকে স্মরণ করে তাদের সৌজন্যে "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান" নামক পুস্তকখানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রনয়ণ করে সকলের নিকট স্বরণীয় হয়ে থাকবেন । পুস্তকখানা অধ্যয়ন করিয়া যদি কোন পাঠক/ভক্তবৃন্দগণ আত্মার মুক্তির সন্ধান পায় তাহা হইলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে ।

এম.ডি. ফজলুল হক
নিরালা আ/এ, পালং,
শরীয়তপুর ।

আমি মহাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মাজারে ১৯৮৮ইং হতে আসা যাওয়া করছি। সেই হতেই আমি রমিজ বিধানভুক্ত হয়ে কর্ম করছি। আমার গুরু হযরত খন্দকার সুফী আমিরুল ইসলাম ব্যাক্তিগত কর্ম জীবনে মুরাদনগর সরকারি হাই স্কুলে খ্যাতিমান বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রায় বারো বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্রদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বিতরনের পাশাপাশি ভক্তদেরকেও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতরন করতে কার্পণ্য করেননি। তিনি মহাগুরু রমিজের সকল তত্ত্বের তত্ত্ববিদ। তিনি রমিজ বিধান ও গুরু রমিজের তিনটি গ্রন্থের চুলচেরা বিশ্লেষণ যে গ্রন্থে দিয়েছেন এর নাম, "মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান"।

এ গ্রন্থটি আগত এবং অনাগত সকল রমিজ ভক্তের বিশেষ উপকারে আসবে। এমকি যদি কেহ গুরু রমিজের লিখার উপর গবেষনা করতে চায়, তার জন্যেও ইহা পাথেয় হিসেবে কাজে লাগবে।

যেহেতু আমি আমার গুরুর নিকট প্রায় সব সময়ই আসা-যাওয়া করি এবং তাঁর সফর সঙ্গি হয়ে ভক্ত বাড়িতে মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি সেহেতু তাঁর সম্পর্কে আমি অধিক বলা প্রয়োজন মনে করিনা।

"একটি প্রাণী **'Y'** -কে ক্লোন করে যেমন ঠিক তার-ই অবয়বে এবং এক-ই গুণে ও বৈশিষ্টে আর একটি প্রাণী **'Y'** কে-ই পওয়া যায় আমি মনে করি আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তির ক্লোন জাত আমিরুল-ই হচ্ছেন রমিজ।" রমিজ দরবারের জ্ঞানীদের কাছে এর বেশি কিছু আর বলার নেই।

ইতি
সোলায়মান তালুকদার
সিলেট

পৃথিবীর যত ধর্ম আছে সকল ধর্মের মধ্যেই এমন কতগুলো আদেশ, উপদেশ ও নীতি রয়েছে যা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য। এ গ্রহণযোগ্য নীতিগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'মানবতাবাদ'(Humanism)। যার মধ্যে মানবীয় গুণ রয়েছে তাকে সাধারণতঃ ভাল মানুষ বলা হয়। মানবাত্মার দুটি স্বভাব রয়েছে, তার একটি হচ্ছে মানবিকতা (Humanity) অপরটি হলো পাশবিকতা (Animality)। যার মধ্যে পাশবিকতা বা পশুত্ববোধ বেশী সে পশুর ন্যায় আচরণ করে। যার মধ্যে মানবিকতা বা মনুষত্ববোধ বেশী সে আদর্শ মানবের আচরণ করে থাকে।

পৃথিবীতে এমন মানুষও পাওয়া যায় মধ্যে পুরোপোরি মনুষত্ব বা মানবিকতা রয়েছে। মানবতাবাদের সকল উপকরণ তাঁর কর্ম ও আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর রয়েছে পরম মানবিকতা (Absolute Humanity)। তাই তাঁরা হচ্ছেন পরম পুরুষ (Absolute Man)। আমার পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার, যাঁর কথা, আদেশ-উপদেশ, বাণী এবং মরমী গানসহ বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি হচ্ছেন উক্ত পরম পুরুষ বা Absolute Man এবং মহাগুরু ও মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিন।

আমার পিতা মরহুম জনাব এ.কে.এম. আলাউদ্দিন ১৯৬৮ সাল হতেই গ্রন্থকার খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম-এর পবিত্র শিষ্যত্ব বরণ করেন। তিনি গুরু রমিজ মাজারের একজন প্রখ্যাত কর্মী ছিলেন এবং পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন সুনামধন্য ব্যাংকার। আমার পিতার ন্যায় আমিও একজন নিরামিষভোজী (Vegetarian)। শৈশব থেকেই আমি গুরু রমিজের বিধান পালন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে আসছি। জানা যায় যে, গ্রন্থকার খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম অনেক কিছু ত্যাগ করে মহাগুরু রমিজের বিধানভুক্ত হয়ে এবং তাঁর আদেশে নিরলসভাবে রমিজ মাজার ও তাঁর ভক্তদের খেদমত করে আসছেন। তিনিও শৈশবকাল হতে মহাগুরু রমিজ এবং তাঁর বিধানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

রমিজ-দর্শণ ও বিধান সম্বন্ধে তিনি হলেন একজন তত্ত্ববিদ। আরো জানা যায় যে, রমিজ পরিবারে রমিজের তিন ছেলের মধ্যে একমাত্র খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম-ই গুরু রমিজের নিকট শিষ্যত্ববরণ করেন এবং তাঁর বিধান সহ আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় বিষয় ও যোগ সাধনা অনুশীলন করেন। তিনি মরমী সাধনাও অনুশীলন করেন। গুরু রমিজের আদেশ ও পরম ভক্তদের অনুপ্রেরণায় তিনি অনেক মরমী গান রচনা করেছেন। বংশগত ভাবেই তিনি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ লিখা, প্রবন্ধ লিখা, বাণী রচনা করা ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন।

রমিজ ভক্তবৃন্দ বহু দিন যাবত অত্র গ্রন্থের মতো একটি গ্রন্থ পাবার অপেক্ষায় ছিলেন। মহাগুরু রমিজের অশেষ কৃপায় তাঁর আত্মা খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম-এর পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ে অবস্থান করেই অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে-ই তাঁর (খন্দকার সূফী আমিরুল ইসলাম এর) হাত দ্বারা গ্রন্থটি লিখিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

মহাগুরু রমিজ প্রণীত তিনটি মহা পবিত্র গ্রন্থের পরই এ গ্রন্থটি রমিজ ভক্তদের জন্য অতীব পবিত্র ও প্রয়োজনীয়, যা রমিজ বিধানকে আরো সহজ করে সকলের নিকট বোধগম্য করে তুলেছে।

এ গ্রন্থটি যেভাবে লিখিত হবে তা মহাগুরু রমিজ আমাকে প্রায় পনেরো বছর পূর্বেই অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে (স্বপ্নের মাধ্যমে) জানিয়েছিলেন। এ ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে আমার পিতা-মাতা ও আমার পরম পূজনীয় বেগম নুরজাহান রমিজ (রমিজ পত্নী) কে অবহিত করি।

এ গ্রন্থ পাঠ করে নিশ্চয়ই সকল পর্যায়ের রমিজ ভক্তমহোদয়গণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক অজানাকে জানতে পারবেন এবং আত্মাকে পরিস্কৃত করে পরিশুদ্ধ করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

সার্বিক মঙ্গল কামনায়

গোলাম ছামদানী (সজল)
১৫২, ১ম কলোনী,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৮
sajal@ramizan.org

"সম্পাদকের সশ্রদ্ধ নিবেদন"

"তুমি না জানাইলে দয়াল তোমারে কে জানে" সাধক মনোমহন দত্তের এই উক্তি দিয়ে শুরু করছি এ জন্যে যে, সাধক তাঁর কথায় এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, যদি সৃষ্টির স্রষ্টা নিজ ইচ্ছায় তাঁর সৃষ্টির কাছে পরিচিত না হন বা নিজ পরিচয় প্রকাশ না করেন, তাহলে সৃষ্টির সাধ্য নাই তাঁর পরিচয় পাওয়ার। আবার সৃষ্টির যে কর্তা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এতই অধরা, অনন্ত ও অসীম যে, তাঁরও কোন সুযোগ নাই সরাসরি ক্ষুদ্র এই সৃষ্টির মাঝে নিজেকে প্রকাশ করার বা প্রকাশ পাওয়ার। কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন ছলে, বলে, কৌশলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, বহুগুণে, বহুরূপে তাঁরই সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁরই সৃষ্টির মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন।

এহেন অবস্থায় বিশাল এই সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানব কুলের যৎসামান্য অতিমানব বা মহামানবগণের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিজ কৌশলে ও নিজ ইচ্ছায় স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। আবার সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ঐরূপ অতিমানব বা মহামানবগণ নিজ চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সেই স্রষ্টাতে নিজেকে বিলীন করে নিজ ক্ষমতা বলে বিকশিত হয়ে তা সাধারণ মানবকুলের মাঝে প্রকাশ, প্রচার ও প্রসার করে থাকেন। যার ফলে মানবকুলের সাধারণ মানবগণের পক্ষে স্রষ্টার আরাধনা, সাধনা, ভজন-পূজন ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে।

এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে নবী, রাসূল, পীর, পয়গম্বর, অলি, আউলিয়া, যোগী, ঋষি, মণি, সাধু-সন্যাসি ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত অতি ও মহামানবগণের দ্বারা-ই সাধারণ মানবকুল স্রষ্টা সম্পর্কে জানতে, বুঝতে, শিখতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

ঠিক তেমনিভাবেই আবার ঐ সমস্ত অতি ও মহামানবগণের পরিচয়ও ঘটে থাকে তাদেরই পরম ভক্তকুল (আত্মার আত্মীয়),অনুসারী ও অনুরাগীদের মাধ্যমে।

'গুরু রমিজ' এমন-ই একজন, যাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা দেয়া বা তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু বলা আমার মত অতি সাধারণ নগণ্য মানুষের মুখের ভাষায় বা লেখনিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর অসংখ্য বাণী, উপদেশ বাণী, আদেশ-নিষেধ, ঈশারা, ইঙ্গিত ইত্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা হৃদয়ঙ্গম করলে এবং তদানুযায়ী কর্মে-মর্মে, ধ্যানে-জ্ঞানে বাস্তবায়িত করলে একজন মহাপাপী অমানুষও মানুষে পরিণত হতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু তা-ই নয় ঐ মহাপাপী অমানুষটি 'গুরু রমিজ' এর পদতলে থেকে পারলৌকিক চিরস্থায়ী মহাশান্তির (আত্মার মুক্তির) সন্ধানও লাভ করতে পারবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই 'মহাগুরু রমিজ' সম্বন্ধে তাঁরই ঔরষজাত কণিষ্ঠ্য ও সুযোগ্য পুত্র সন্তান বর্তমান গদ্দীনশীন পীরে কামেল 'খন্দকার আমিরুল ইসলাম' তাঁর লেখা এই বইটিতে 'গুরু রমিজ' এর দর্শন ও মতাদর্শ সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেছেন তা এতই সুন্দর, সরল ও সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, যে কোন সাধারণ পাঠকও নিজের মত করে বুঝে নিয়ে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে আর ভক্তকুলেতো এর স্থান হবে মেঘের আশায় বহু প্রতিক্ষীত ও তৃষ্ণার্থ চাতক পাখীর তৃষ্ণা নিবারণের মত। 'গুরু রমিজ' তাঁর ভক্তকুলের জন্য রেখে যাওয়া পথ ও পাথেয় হিসেবে বাণী ও উপদেশ বাণী আকারে তাঁর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে প্রকাশ করে গেছেন। আর সেই বাণী ও উপদেশ বাণী সমূহের যে মর্মার্থ ও গুরুত্ব রয়েছে তা এই বইয়ের লেখক অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে সীমাহীন সময় ও ধৈর্যের বিনিময়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের মনন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা, চেতনা, ধ্যান, জ্ঞান আর বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ঘাত-প্রতিঘাতের অবসান ঘটিয়ে ভক্তকুলের মাঝে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন তার প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 'গুরু রমিজ' এর প্রতিটি কথা মর্মে মর্মে

উপলব্দির মাধ্যমে সহজ ও সঠিকভাবে ভক্তকুলে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যে কোন আম ভক্তও যদি কিঞ্চিৎ মাত্র সচেতন হয়ে লেখকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসারে কর্ম করতে পারেন, তবে সেই ভক্ত তার লক্ষ্যে পৌছে যাবে তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। লেখকের এ ঋণ ভক্তকুল কোন কর্মের দ্বারাই শোধ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

'গুরু রমিজ' সম্বন্ধে কোন কিছু বলা বা প্রকাশ করা আমার দ্বারা শোভা পায় না। তাঁর সম্পর্কে যা লেখার ও বলার তা এই বইয়ের লেখক যথার্থ লিখেছেন বা বলেছেন। আমি একজন অতিসাধারণ ও নগণ্য ভক্ত হিসেবে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যে, তাঁর এই বইটি ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি গাইড লাইন হিসেবে পথ প্রদর্শকের ন্যায় আমাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'গুরু রমিজ' এর বাণী সমূহের মধ্য দিয়ে বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অধরাকে ধরা, না পাওয়াকে পাওয়া আর নিজেকে নিজে সত্যিকারের পরিচয়ের মাধ্যমে আবিস্কার করার মত সুনিপুণ কৌশলাদি। অনেক অজানা ও না শোনা তথ্য এতে সম্বলিত হয়েছে। ভক্তকুলের মাঝে লেখকের এই লিখনি এক অমর বাণীরূপে অলৌকিক সুধা গ্রহণের স্বাদে গৃহীত হবে।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছেন। এ যে এমনই এক বিশাল গুরুদায়িত্ব যা বহন করার মত ক্ষমতা ও সাধ্য আমার নেই। তবুও তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ও অনুপ্রেরণার দ্বারা তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছা শক্তি'র ব্যবহারে কোন এক অলৌকিক লীলার মাধ্যমে (যা আমার অজানা, কিন্তু উপলদ্ধিগত) আমার মধ্যে তাঁরই একটি অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য পরোক্ষভাবে আমাকে নির্দেশ প্রদান করলেন। জানিনা আমার কোন্ কর্মে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার উপর নিক্ষেপ করেছেন। যাই হোক, গ্রন্থকারের নির্দেশিত সম্পাদক হিসেবে আমি পাঠক/পাঠিকা ও সকল ভক্তবৃন্দকে এটাই বলতে চাই যে, বইটি অধ্যায়নের পরই আপনারা উপলদ্ধি করতে

পারবেন এমন একটি গ্রন্থের সম্পাদনা করা কত দুঃসাধ্য, কষ্টকর আর দুঃসাহসের ব্যাপার। কিন্তু গুরু'দায়িত্ব অবহেলা করার মত ইচ্ছা শক্তিটাকেও তিনি আমার মধ্য থেকে কেড়ে নিয়েছেন। সবল চিরকালই দূর্বলের উপর রাজত্ব কায়েম করেছেন। তেমনিভাবে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছার (অপারগতার) উপর তাঁর মহান ইচ্ছাশক্তি প্রতিষ্ঠিত করে আমার দ্বারা তিনিই তাঁর এই গ্রন্থখানি সম্পাদনার কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আমি শুধু আমার সাধ্যমত পরিশ্রম ও সময় দিয়ে মন-প্রাণ আর একাগ্রতাকে কাজে লাগিয়ে যতটুকু সম্ভব বইটি সুন্দর, সাবলীল, সহজপাঠ্য এবং সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার এই চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে তা শুধুমাত্র এই গ্রন্থের পাঠক/পাঠিকাই বিবেচনা করতে পারবেন। বেনামে বহু লেখার সম্পাদনা আমি করেছি, কিন্তু স্বনামে জীবনে এই প্রথম এই গ্রন্থের সম্পাদনা করলাম। তা-ও আবার এতবড় একজন মহান ব্যক্তিত্বের অসাধারণ লিখনিতে আর মহাশক্তি বিষয়ে। যা আমার জন্য অতীব সৌভাগ্যের ও গৌরবের বিষয়। যদি আমার চেষ্টা এতটুকুও কাজে লেগে থাকে তবে আমার সম্পাদনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো এবং আনন্দিত ও গর্বিত হবো। তাই পাঠক/পাঠিকা মহলের কাছে বিনীতভাবে আরজ করছি, আমার সম্পাদনায় যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তা মার্জনা করবেন এবং জানাবেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আপনার/আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করবে আর পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করার সুযোগ হবে।

সকল পাঠক/পাঠিকা ও ভক্তবৃন্দ বইটি মনোযোগের সাথে অধ্যায়ন করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর তাই লেখকের (গ্রন্থকারের) প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও ভক্তিপূর্ণ সালাম। অতঃপর প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিতা-মাতার প্রতি। যারা আমাকে মহাগুরু রমিজের এই বিধানে জন্মদান করেছেন। এতদ্বারা আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শিক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভ্রাতা

জনাব আল-কাসিম মোল্লা'র প্রতি। যিনি আমাকে শৈশবকাল হতেই হাতে-কলমে মারেফাতের ও পেশাগত শিক্ষা দান করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্ত্রী আলো, আমার দুই কন্যা নিতু ও নিশু এবং আমার কতিপয় ভক্তভাইবৃন্দের প্রতি। আর যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয় তিনি হচ্ছেন এই গ্রন্থের প্রকাশক জনাব মোশারফ হোসেন পরবাসী। তার অকুণ্ঠ চিত্ত্বে গৃহীত এই গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্বই আজ আমাদের সকলের সকল প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলেছে। তাই তাকেও সম্পাদক হিসেবে আমি জানাই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অকৃত্রিম ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। সর্বোপরি আমরা সকলেই অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাদের সকলকে সকল কিছু করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং যিনি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে থাকেন সেই পরম সৃষ্টিকর্তা স্রষ্টার কাছে।

পরিশেষে সকল পাঠক/পাঠিকার কাছে সবিনয়ে অনুরোধ রইল, অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে লেখকের ভাব-গাম্ভীর্য্য আর গভীরতাকে অনুধাবনের মাধ্যমে বইটি অত্যন্ত ধৈর্য্য আর মনোযোগের সাথে পাঠ করে এর মর্মার্থ যথার্থভাবে উপলব্দি করতে পারলে বা এর দ্বারা কিছু মাত্র উপকৃত হলে তবেই লেখকের এই শ্রম সার্থক হবে এবং লেখক তাঁর কষ্টার্জিত ধ্যান-জ্ঞান সকলের মাঝে বিলিয়ে সকলের আন্তরিক ভালবাসা আর উৎসাহ্-উদ্দীপনায় নিজ কৃত কর্মের সার্থকতা খুঁজে পাবে। লেখক, পাঠক/পাঠিকাসহ এই বইয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের দীর্ঘায়ূ ও মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। স্রষ্টা আমাদের সকলের সহায় হউন।

ধন্যবাদান্তে-

আল-হারুন মোল্লা
"মহাশক্তি সন্ধান ও সত্যের বিধান"
গ্রন্থের সম্পাদক
(গুরু রমিজ ভক্ত)
harunmolla@ramizan.org

"প্রয়াত গুরুবৃন্দের স্মৃতিচারণায় আমরা সবাই মর্মে-মর্মে তাঁদের স্মরণ করছি। রমিজ বিধান ও রমিজ বাণীর ব্যাখ্যা সমেত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করার জন্য তাঁরা তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা সহ আমাকে উৎসাহিত করতেন।"

সুফী শেখ আফতাবউদ্দিন
(মাদারীপুর)

সুফী নওয়াব আলী ঢালি
(ঢাকা)

এ. কে. এম. আলাউদ্দিন
(ঢাকা)

জামাল গাজী
(নারায়ণগঞ্জ)

মানিক আকন্দ্
(শরীয়তপুর)

জমির মোড়ল
(শরীয়তপুর)

প্রয়াত বিশেষ ভক্তবৃন্দের নামের তালিকা

১. খাদেম আব্দুল লতিফ
২. আব্দুল আজিজ ফকির
৩. বাবু সীতানাথ রায়
৪. বাবু গুরুসদয় রায়
৫. বাবু হরিসদয় রায়
৬. মুন্সী আব্দুল মান্নান
৭. ইজ্জত উল্লাহ্ মৌলভী
৮. আলী আকবর চেয়ারম্যান
৯. আমিন উদ্দিন আহম্মেদ
১০. শেখ আফতাবউদ্দিন মিয়াঁ
১১. নোয়াব আলী ঢালী
১২. এ. কে. এম. আলাউদ্দিন
১৩. জামাল গাজী
১৪. মানিক আকন্দ্
১৫. আব্দুর রশিদ মিয়াঁ
১৬. মুন্সী নুরুল ইসলাম
১৭. মৌলভী মনসুর আহম্মেদ
১৮. আব্দুল খালেক
১৯. শামসুল হক মাষ্টার
২০. টুকু মিয়াঁ
২১. মুন্সী আফাজ উল্লাহ্
২২. পানা উল্লাহ্ মোড়ল
২৩. আব্দুল করিম মোড়ল
২৪. আব্দুল মজিদ মোড়ল
২৫. আব্দুল কাসেম মোড়ল
২৬. তমিজ উদ্দিন মাতবর
২৭. সিটু মাতবর
২৮. ইমাম উদ্দিন মোড়ল
২৯. রমিজ উদ্দিন মৃধা
৩০. রহিম উদ্দিন কাজী
৩১. জমির মোড়ল
৩২. ডাঃ হরিপদ রায়
৩৩. সাধু হযরত মোতালেব মুন্সী

বিদ্যাসাগর
03:24
10/02/19

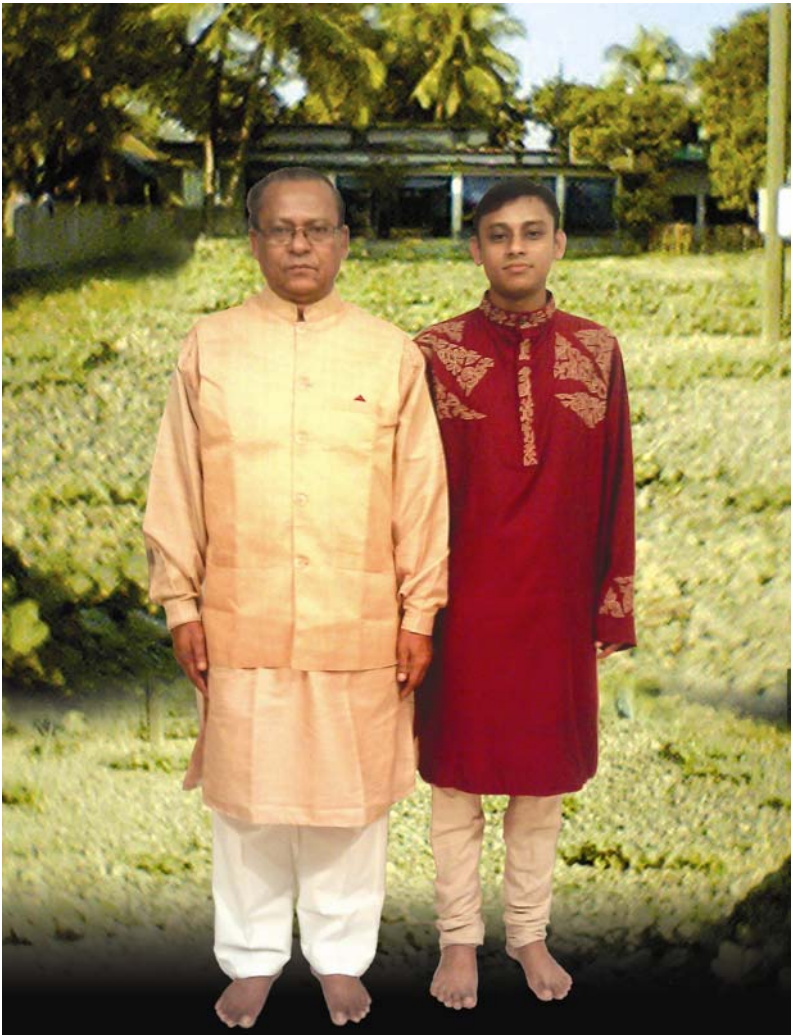

খন্দকার আমিরুল ইসলাম ও তাঁর উত্তরসুরী
খন্দকার শরীফুল ইসলাম চয়ন

এজাজত প্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের ছবি সহ তালিকা

সুফী আল-কাসেম মোল্লা
(দাউদকান্দি, কুমিল্লা)

সিরাজ হাওলাদার
(শরীয়তপুর)

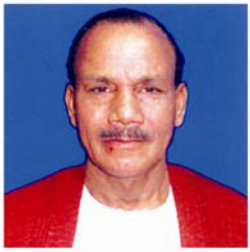

আব্দুল হক হাওলাদার
(শরীয়তপুর)

আব্দুল লতিফ মাতবর
(শরীয়তপুর)

মুহাম্মদ ফজলুল হক
(শরীয়তপুর)

আজিজুল হক মুন্সী
(শরীয়তপুর)

গোলাম মোস্তফা বেপারি
(শরীয়তপুর)

মোঃ আব্দুল মজিদ চৌকিদার
(শরীয়তপুর)

আব্দুল মালেক মাতবর
(শরীয়তপুর)

আব্দুল কাদের মাতবর
(শরীয়তপুর)

অলি মিঞা শিকদার
(শরীয়তপুর)

মতিউর রহমান
(ঢাকা)

আইনুল হক
(জামালপুর)

শফিকুল ইসলাম বাবুল
(শরীয়তপুর)

বাদল জমাদ্দার
শরীয়তপুর

আল-হারুন মোল্লা
(দাউদকান্দি, কুমিল্লা)

তোতাব আলি খান
(ফরিদপুর)

সোলায়মান তালুকদার
(সিলেট)

আব্দুল মান্নান বেপারী
(মাদারীপুর)

মহাগুরু খন্দকার রমিজ উদ্দিনের নিজ মনোনিত প্রতিনিধি খন্দকার আমিরুল ইসলাম-এর অদ্যাবধি **১৯** (উনিশ) জন বৈধ এজাজত প্রাপ্ত ভক্তের ছবি সহ তালিকা প্রকাশ করা হলো।

খন্দকার আমিরুল ইসলাম
(রমিজ মনোনিত প্রতিনিধি)
তাং ০৮/০২/২০১১

বিঃ দ্রঃ উক্ত তালিকার বহির্ভূত আর কোন বৈধ এজাজত প্রাপ্ত ভক্ত নেই।

সুচী-পত্র

বিষয়	পৃঃ নং
১) প্রথম পর্ব	
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি	১
আদেশ ও উপদেশ সমূহের (রমিজ বিধানের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা	৫
২) দ্বিতীয় পর্ব	
গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ	১৮
আদেশ-উপদেশ (রমিজ বিধান) এর ব্যাখ্যা	২৪
৩) তৃতীয় পর্ব	
অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ (স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধ্যান)	৩৯
৪) রমিজ নীতির ১০টি বৈশিষ্ট্য	
১নং বৈশিষ্ট্য (স্রষ্টা এক ও সর্বজীবে বরাজমান)	৭২
২য় বৈশিষ্ট্য (সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন)	৭৮
৩য় বৈশিষ্ট্য (কর্ম অনুযায়ী ফল)	৮২
৪র্থ বৈশিষ্ট্য (সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন ও নিজকে নিজে চিনা)	১০৫
৫ম বৈশিষ্ট্য (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা)	১০৮
৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য (আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক মুক্তি সাধন)	১১৪
৭ম বৈশিষ্ট্য (ষড়রিপু দমন)	১১৬
৮ম বৈশিষ্ট্য (আদেশ, ঈশারা ও ইঙ্গিত স্বরূপ স্বপ্ন সাধন)	১১৮
৯ম বৈশিষ্ট্য (রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধিকরণ)	১২৬
১০ম বৈশিষ্ট্য (নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন)	১৩১
৫) নিরামিষভোজন	
ভূমিকা	১৪০
সমগ্র পৃথিবীর নিরামিষভোজীদের প্রকারভেদ	১৪২
শব্দতত্ত্ব	১৪৩
ইতিহাস	১৪৪
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত উপকারী দিক সমূহ	১৪৬
নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র	১৫১
ধর্ম	১৫২
পরিবেশগত	১৫৭

বিষয়	পৃঃ নং

মনোবিজ্ঞান	১৫৭
নিরামিষ ভোজনের কারণ ব্যাখ্যা	১৫৮
নিরামিষভোজী প্রখ্যাত মুসলিম মণিষীদের তালিকা	১৬৫
বিশ্ববিখ্যাত নিরামিষভেজীদের তালিকা (অতীত)	১৬৬
বিশ্ববিখ্যাত নিরামিষভোজীদের তালিকা (বর্তমান)	১৭৩
নিরামিষ ভোজন সম্পর্কে মহাগুরু-মহাসূফী রমিজের মতবাদ	১৭৬
৬) ত্রিবেণী ও নির্বাণ	১৭৮
৭) পুনর্জন্ম	
ভূমিকা ও বিশ্লেষণ	১৯২
রমিজের মতবাদ	২১১
৮) রমিজ মতাদর্শ	
কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ	২১২
পরিভাষা	২৬২
৯) **মহাগুরু রমিজের জীবন দর্শন, সাধক জীবন ও রচনা-বৈশিষ্ট্য**	
প্রসঙ্গ কথা	২৬৩
স্রষ্টা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান	২৬৫
তাসাউফ	২৬৬
সূফী	২৬৬
রমিজ কেন মহাসূফী	২৬৬
রমিজ যেভাবে সূফী সাধক হলেন	২৭১
রমিজ বাণীতে উল্লেখিত পরিভাষা সমুহ	২৯০
গুরু রমিজ যাঁর নিকট আবেদন করেন	২৯৬
রমিজ কেন মহাশক্তি	২৯৮
একটি প্রবন্ধ	৩০৫
১০) কর্ম রাজ্যের প্রশ্ন-উত্তর	৩০৭